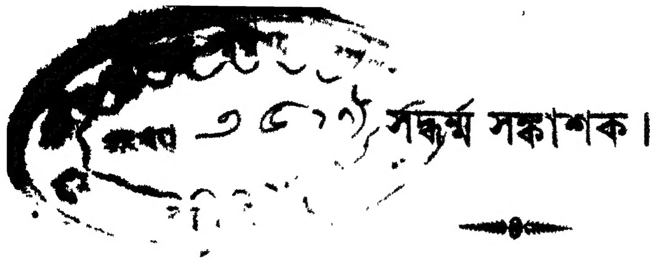




সদ্ধর্ম্ম সঙ্কাশক।

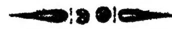
সনাতন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি দিগের আচার ব্যবহার ও
উপাসনাদি ঘটিত শাস্ত্রীয় উপদেশ

এবং

বিরুদ্ধবাদিগণের মতপ্রতিবাদ।



শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সেন কবিরত্নপ্রণীত।



পাতরীয়াঘাটা নিবাসি অশেষ সদ্গুণ রাশি স্বধর্ম্ম হিতৈষি
শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের
ব্যয়দ্বারা।



কলিকাতা—ভাস্কর যন্ত্রে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত।

বঙ্গাব্দাঃ ১২৭৬। ২০ কার্ত্তিক।

অঙ্গীকার।



ধর্ম্মং বিনষ্টু মকরোৎ স্বমতং হি পুস্তং কশ্চিৎ স্বধর্ম্মবি-মুখো বিবুধো বিনামা। তদ্বারণায় কৃতমপ্যকৃতং বিভাতি পুস্তং ময়েদমধুনা হ যতো নিরঙ্কং॥

শ্রীলঃ সদাশয়-বরোঽস্তি নগেন্দ্রচন্দ্রো, ঘোষঃ স্বধর্ম্মনিরতঃ স মতিং বিধায়। ধর্ম্মে হিতায় জগতামবনায় তস্য মুদ্রাঙ্কিতুং হি তদমূনি ধনান্যযচ্ছৎ॥

নামহীন কোন ধর্ম্ম-বিমুখ সুধীর।
ধর্ম্মলোপ অভিপ্রায় মনে করি স্থির॥
স্বমতে পুস্তক এক করেন প্রচার।
তাহার বারণে যত্ন নিতান্ত আমার॥
সে নিমিত্ত করি এই পুস্তক রচন।
পণ্ডহৈল শ্রম কিন্তু বিনা মুদ্রাঙ্কন॥
পরিশেষে স্বধর্ম্ম নিরত সদাশয়।
বাবু শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহোদয়॥
ধর্ম্মেতে ক্ষিতির হিত, কুতর্কি দমন।
সাধনেতে হইলেন মতিপরায়ণ॥
ছাপাইতে যথেষ্ট দিলেন তিনি ধন।
তাহেই হইল এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন॥

শুদ্ধি পত্র।



অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
স্ত	স্তু	১	৫
যণ্মু	যন্মু	১	১০
তণ্ম	তন্ম	১	১২
কুর্য্যাণ্মে	কুর্য্যান্মে	১	১৩
বিখ্যাতো	বীক্ষ্যাতো	২	১৬
জণ্মনি	জন্মনি	৬	১৩
জণ্মান্ত	জন্মান্ত	৬	১৩
নির্গতা	নির্গত	৬	১৪
কাগ্রং	কাগ্র্যং	৭	৮
দেষ্ণ	দেষ্টু	১০	২
পাপনং	পাপলং	১০	২
বৈসদৃশ্য	বিসদৃশ	১০	২১
গানেনীয়	গালেলীয়	১৩	২১
বিবাদ	বিবদ	১৯	১৯
ধ্বর্ম্ম	ধর্ম্ম	২৩	২০
আপ্ত	আত্ম	২৪	৭
ভারদ্বাজ	ভরদ্বাজ	৪৬	২১
ব্রহ্মণ্যাধ্যায়	ব্রহ্মণ্যধ্যায়	৬৭	৫
বিষ্ণুস্যাং	বিষ্ণুঃস্যাং	৭৪	১৪

বিজ্ঞাপন।



প্রণংনম্য মহাদেবং, সর্ব্বভূতসমাশ্রয়ং।
সর্ব্বৈর্নমস্কৃতং দেবৈ, রভীষ্ট ফলসাধনং॥
অধিকার বিহীনস্য, ব্রহ্মজ্ঞান প্রবর্ত্তনাৎ।
জাতিভ্রষ্টকদাচারাৎ, কৃত্যহং বারণে সদা॥—

অর্থ।

সর্ব্বভূতসমাশ্রয় এবং সকল দেবনমস্কৃত অভীষ্ট ফল দায়ক মহাদেবকে বারম্বার প্রণাম করিয়া অধিকারবিহীন জনগণের ব্রহ্মজ্ঞান প্রবৃত্তি জন্য যে জাতিভ্রষ্টরূপ কুৎসিতাচার, আমি প্রতিনিয়ত তাহার নিবারণ করিতেছি।

এতদ্দেশীয় ভবিষ্যদ্বক্ত্ শাস্ত্রকার সকল পূর্ব্বকালে কলির যেরূপ মাহাত্ম্য নিরূপণ করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহার সকলই সপ্রমাণ হইতেছে। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখাযায় ধর্ম্ম জুগুপ্সিত, অধর্ম্ম প্রবল ও স্বেচ্ছাচার বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে বেদাদি শাস্ত্রের প্রতিও আর অনেকের আদর নাই; তদ্বশতঃ সনাতন ধর্ম্ম তিরোহিত হইতেছে। অদ্য-পর্য্যন্তও শাস্ত্রের যে কিছু প্রচলন দেখা যায়, তাহাতেও কেহ মনোনিবেশ করেন না, কেহ বা শাস্ত্রের একদেশ দর্শন করিয়াই গ্রন্থকর্ত্তা হন, কেহ বা বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না অথচ ধর্ম্ম

সংস্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে—শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরাও কালস্বভাবে বা অর্থলোভে অন্য কোন দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের শিরশ্ছেদন করণার্থ ইন্দ্রজিতের ন্যায় মেঘে লুক্কায়িত থাকিয়া শর নিক্ষেপ করিতেছেন। যদিচ ইহাদিগকে নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাহরণে যত্নশীল দেখা যায়, কিন্তু সেই যত্ন শাস্ত্রের সদভিপ্রায় রক্ষার নিমিত্ত নহে, কেবল ঐ সকল শাস্ত্রে দোষারোপণ করাই তাহাদের মুল তাৎপর্য্য। ব্যাধেরা যেমন কর্ণসুখের নিমিত্ত কোকিলের নিনাদ শ্রবণ করে না, প্রত্যুত কোকিলহননের জন্যই তাহার মনোহর ধ্বনি শুনিয়া থাকে, উহাদের শাস্ত্রচর্চ্চাও তদ্রূপ।

এইপ্রকার নানাবিধ কারণ বশতঃ দেশীয় শাস্ত্র সকল লোপ পাইতে বসিয়াছে। যেখানে শাস্ত্রের ঈদৃশী অবস্থা তথায় কোনমতেই ধর্ম্মোৎপত্তির সম্ভাব হইতে পারে না। বিশেষতঃ বিজাতীয় সংসর্গদ্বারা তরলবুদ্ধিসমাজের শোণিত উষ্ণ হইয়াছে। এই ভয়ানক সময়ে স্বদেশীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের গৌরব রক্ষার্থ সকলেরই যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়াই অনেক মহাত্মা এতদ্বিষয়ে অগ্রসর হইয়া স্বীয় স্বীয় সাধ্যানুরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এবং ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অবমাননা মধ্যে মধ্যে আমাদিগকেও উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে। অতএব বিধর্ম্মিগণের কুযুক্তি ও কুতর্ক এবং তাহারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার ব্যবহার গুলিনকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যে দুশ্চেষ্টা

করিতেছে, তৎ সমস্তের খণ্ডনার্থ ধর্ম্মশাস্ত্রের কতকগুলিন প্রমাণ আশ্রয় করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনায় প্রবর্ত্ত হই তেছি। উদ্দেশ্য বিষয়গুলিন নিতান্ত সহজ নহে, শঙ্করাচার্য্য ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তিরা পাষণ্ড-গণের ঐরূপ কুতর্ক খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া যাবজ্জীবন মধ্যে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে যদিচ সেইরূপ সাহসের কর্ম্ম হইতেছে যেমন—

উত্তানসুপ্তঃ পুলিনেষু পক্ষী, টিটীতি নামাহি যথোর্দ্ধপাদঃ।
নাকং পতন্তং বিনিবারিতায় ভবেৎ প্রবর্ত্তেঽহমমুত্রতদ্বৎ॥

অর্থ।

স্বর্গ ভঙ্গ হইয়া মস্তকে পতিত হইতে না পারে এই উদ্দেশে টিটী নামক পক্ষী পুলিনভূমিতে উত্তান অর্থাৎ চিত হইয়া শয়ন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধভাগে পদদ্বয় তুলিয়া যেমন সাহস প্রকাশ করে আমিও এতদ্বিষয়ে তদ্রূপ প্রবর্ত্ত হইয়াছি।—

অপিচ।—

লক্ষ্যাগতেযোরল্পেষো রল্পবীর্য্য বিধন্বনঃ।
যুদ্ধযাত্রেবমেপ্যাসী—দল্পবিদ্যস্য বর্ত্তনং॥

অর্থ।

যে ব্যক্তি ধনুরহিত ও অল্পবীর্য্য এবং যাহার শর অল্প অথবা লক্ষ্য পর্য্যন্ত গমন করিতে অক্ষম, সে ব্যক্তির যুদ্ধযাত্রা যে প্রকার, আমার এতদ্বিষয়ে প্রবর্ত্ত হওয়াও তদ্রূপ।— কিন্তু একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি

বিধর্ম্মিগণ যখন ধর্ম্ম, শাস্ত্র, লোক, এবং দেশবিরুদ্ধ তর্ক, যুক্তি ও বচন সংকলন করিয়া এই বিস্তীর্ণ প্রকাশ্য জন-সমাজে বিতণ্ডাবাদী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখন আমরা ধর্ম্মানুগত, শাস্ত্রানুগত, লোকানুগত ও দেশানুগত বচন প্রমাণ ও যুক্তি সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিতে কোনমতেই লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইতে পারি না। পাঠকগণ এই পুস্তকের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন, ইহা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও বিধর্ম্মিগণের কুতর্ক খণ্ডনযোগ্য বিবিধ শাস্ত্রীয় বচন প্রদর্শন করাইবে।

শ্রীপীতাম্বর সেন গুপ্তঃ।



ভূমিকা।



কিছু দিন হইল, ঢাকা নগরে "সদ্ধর্ম্মসঙ্কাশিনী" নাম্নী পুস্তিকা প্রচার হইয়াছে। এই পুস্তিকার রচয়িতা তাঁহার নাম ধাম ব্যক্ত করেননাই। বোধ হয়, তত্রত্য অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিরা কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা ঐ পুস্তিকা প্রস্তুতা করাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমার পরমাত্মীয় উক্ত ঢাকা নগরীয় হিন্দুহিতৈষিণী সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীকান্ত দাস মুন্সি মহাশয় আমার নিকট ঐ পুস্তিকার একখণ্ড প্রেরণ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কার্য্যপ্রতিবন্ধকে আমি একালপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। সংপ্রতি কয়েকখানী ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কতকগুলিন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া (অনবকাশ বশতঃ) সংক্ষেপে এই পুস্তক–রচনায় প্রবর্ত্ত হইলাম। আমি অর্থলোভে বা যশোলোভে ইহার প্রচার করিতেছি না। জিগীষাবশে বা বাদানুবাদের অভিলাষেও ইহার প্রচারে অগ্রসর হই নাই। অভিনব ধর্ম্মাবলম্বিরা সদ্ধর্ম্মসঙ্কাশিনী পুস্তিকায় যে কতকগুলিন ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত ও যুক্তি লিখিয়া তাহা আমাদিগের শাস্ত্রসম্মত প্রতিপন্ন করণার্থ (যথার্থ তাৎপর্য্য ও ভাবার্থের গোপন করতঃ আরোপিত ভাবার্থ সম্বলিত) কতকগুলিন শাস্ত্রীয় প্রমাণ

দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে অনেক কার্য্যাকার্য্য বিবেচনানভিজ্ঞ লোকের ভ্রম জন্মিয়া ঐহিক পারত্রিকের পরম অমঙ্গল হইতে পারে। তাঁহাদিগের সেই অমঙ্গল নিবারণার্থই আমি এই পুস্তক প্রচারে প্রবর্ত্ত হইয়াছি। প্রবর্ত্ত হইয়া কতদুর কৃত-কার্য্য হইতে পারিব, তাহা কেবল পাঠকগণের বিবেচনার উপরেই নির্ভর করিতেছে। এইক্ষণে পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের আদ্যন্ত সমুদায় পাঠ করিলে পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ করিব।

শ্রীপীতাম্বর সেন গুপ্তঃ।

সদ্ধর্ম্ম সঙ্কাশক।



সাকারঞ্চ নিরাকারং, পরিকল্প্য স্তুবন্তি যং।
সততং সর্ব্বশাস্ত্রাণি, তং দেবং প্রণমাম্যহং॥

অর্থ।

শাস্ত্র সকল যাঁহাকে সাকার এবং নিরাকার কল্পনা করিয়া নিরন্তর স্তব করেন, আমি সেই দেবতাকে প্রণাম করি।—

সংসেব্য যং ভারতবর্ষলোকাঃ, শ্রেষ্ঠত্বমীয়ুস্তবলম্ব্য তিষ্ঠেৎ।
যঃ শাস্ত্রমাচারমথক্রিয়াঞ্চ, ধর্ম্মংপ্রবন্দে খলু তং মহান্তং॥

অর্থ।

যাঁহাকে সেবা করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকেরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং যিনি শাস্ত্র ও আচার এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া থাকেন—সেই মহদ্ধর্ম্মের অভিবাদন করি।

সর্ব্বৈর্যঞ্চ নিসিদ্ধপণ্ডিতগণৈঃ শাস্ত্রং সমাস্বাদ্যতে,
যচ্চালোকয়তে স্বধর্ম্মবিভবান্ ধর্ম্মেতরান্ জীবিনঃ।
হন্তব্যং ন ধরাতলেষু করণৈশ্চাশ্রীয়তে তন্ময়া,
কুর্য্যাগ্মে খলু ধর্ম্মলোপসময়ে তত্তত্ সাহায্যকং॥

অর্থ।

সকল ঋষি, সিদ্ধ, পণ্ডিত ও মহাজনগণ পূর্ব্বকালে যে সকল শাস্ত্রের সেবা করিয়াছিলেন, যে সকল শাস্ত্র এই সমস্ত মনুষ্য

দিগকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দর্শন করান্, কোন কারণা-ধীন যে সকল শাস্ত্র পৃথ্বীতলে নিবারিত না হন—আমি সেই সকল শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ধর্ম্মলোপ সময়ে সেই শাস্ত্র সকল আমার সাহায্য করুন।

যে মূঢ়ৈরবমানিতা বিপথগৈঃ সংদূষিতাঃ খণ্ডিতাঃ,
যে লজ্জামধজগ্মু রজ্ঞমনুজৈঃ কিঞ্চিদ্বিদৈর্ব্বা পুনঃ।
যে ধূর্ত্তৈর্ব্বিকৃতিংগতা অকুশলৈর্যেষাং প্রভা হীয়তে,
তে বেদাঃ প্রভবন্তু গৌরবমহো পাতুং স্বকীয়ংত্বিহ॥

অর্থ।

যে সকল বেদ, মূঢ়জনকর্ত্তৃক অবমানিত, বিপথগামী জনগণদ্বারা খণ্ডিত ও দূষিত; অজ্ঞ বা একদেশদর্শী জনগণ দ্বারা লজ্জাপ্রাপ্ত ও ধূর্ত্তগণদ্বারা বিকৃতিগ্রস্ত এবং অকুশল জনকর্ত্তৃক প্রভাহীন হইয়াছে, সেই সকল বেদ (শাস্ত্রযোনি) এই সময় স্বীয় স্বীয় গৌরব রক্ষার্থ প্রভাশালী হউন।

পুরাস্মিন্ ভারতেবর্ষে ধার্ম্মিকা ধর্ম্মবৃদ্ধয়ে।
শাস্ত্রার্ণবং সমালোড্য সারং সংগৃহ্য যত্নতঃ॥
চক্রুস্তে সংগ্রহং কালং বিখ্যাতো ধর্ম্মপুস্তকং।
সম্ভূতং বহুদেশেঽস্মিন্ লোলুপ্যতেঽধুনা হি তৎ॥
ইদানীং মানবা মূর্খাঃ শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিতাঃ।
সদ্ধর্ম্মবিমুখাস্তে স্যুঃ স্বেচ্ছাচার পরায়ণাঃ॥

অর্থ।

পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রসমুদ্র আলোড়ন পূর্ব্বক সার গ্রহণ করিয়া

কালানুসারিক বিবিধ বিধান-সংগ্রহ প্রায়ন করিয়াছিলেন, এইহেতু এ দেশে ধর্ম্মপুস্তকের বাহুল্য হইয়াছিল, এখন সেই সকল শাস্ত্র লোপ পাইতেছে, সুতরাং বর্ত্তমান কালের মনুষ্যগণ শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত, মূর্খ, সদ্ধর্ম্মবিমুখ ও স্বেচ্ছাচার পরায়ণ হইতেছে।

ইদানীং দুর্ল্লভস্তাদৃক্ দেশে চাস্মিন্ মহাশয়ঃ।
লোকানাং ধর্ম্মবৃদ্ধ্যর্থং করোতি ধর্ম্মপুস্তকং॥

অর্থ।

লোকসকলের ধর্ম্মবৃদ্ধি নিমিত্ত ধর্ম্মপুস্তক প্রণয়ন করেন এতাদৃশ মহাশয় লোক বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে দুর্ল্লভ হইয়াছেন।

ঢাকাখ্যে নগরে প্রকাশিতবতী সদ্ধর্ম্মসংকাশিনী,
নাম্নী কেন কবীন্দ্রকেণ রচিতা যা পুস্তিকা সাম্প্রতং।
তাং দৃষ্ট্বা খলু নাম-কর্ণ-সুখদং শ্রুত্বা চ তস্যা যথা,
তৃপ্তিং লেভয়িয়ং ময়া লঘুতরে গ্রন্থেন বা বর্ণ্যতে॥

অর্থ।

সম্প্রতি ঢাকা নামক নগরে কোন কবিশ্রেষ্ঠবিরচিতা "সদ্ধর্ম্মসংকাশিনী" নাম্নী যে এক পুস্তিকা প্রকাশিতা হইয়াছে, সেই পুস্তিকা দর্শন করিয়া এবং তাহার "সদ্ধর্ম্মসংকাশিনী" নাম শ্রবণ করিয়া যেরূপ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম তাহা আমার দ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণিতা হইতে পারে না।

শ্রুতং ময়া যথান্ধস্য নামস্যাৎ পদ্মলোচনঃ।
তথৈতস্যাহি সদ্ধর্ম্ম-সংকাশিনীতি নামকং॥

অর্থ।

যেমন অন্ধের নাম পদ্মলোচন শ্রবণ করিয়াছি, সেই রূপ এই পুস্তকের নামও সদ্ধর্ম্মসংকাশিনী শ্রবণ করিলাম।

যথা হি কুতিথৌ নাম ভদ্রা বিষেঽমৃতং যথা।
তথৈতস্যা হি সদ্ধর্ম্ম-সঙ্কাশিনীতি নামকং॥

অর্থ।

যেমন অযাত্রিক তিথির নাম ভদ্রা ও বিষের নাম অমৃত সেইরূপ এই পুস্তকের নামও সদ্ধর্ম্মসঙ্কাশিনী।

যথাঽসতী চিত্তবিমোহিনীতমা, মুদং বিধত্তে খলু দৃষ্টিমাত্রতঃ।
বিবেক বুদ্ধ্যা চ বিচারণা ধিয়া ঘৃণাস্পদাহ্যা হি তথেতি সাধুভিঃ॥

অর্থ।

চিত্তবিমোহিনী সুন্দরী অসতী স্ত্রী যেমন প্রথমতঃ দৃষ্টি মাত্র হর্ষ বিধান করে, কিন্তু পরিশেষে বিবেকবুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধিদ্বারা ঘৃণাস্পদা হয়, তদ্রূপ এই "সদ্ধর্ম্মসঙ্কা-শিনী"ও প্রথম দৃষ্টিমাত্র হর্ষের বিধান করিয়া পশ্চাৎ সাধু-জনকর্ত্তৃক বিবেক-বুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধিদ্বারা ঘৃণাস্পদা হইতেছে।

ঐ পুস্তিকার কতিপয় পত্র পাঠ করিয়া রচয়িতার কবিত্ব শক্তি ও রচণাচাতুর্য্য দর্শনে প্রথমতঃ নিতান্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম, পরিশেষে আসমাপ্তি পুস্তিকা পাঠ করিয়া জানিলাম—ইহার অভিধেয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন অতি অকি-

প্রিংৎকর এবং লোক-ধর্ম্মবিগর্হিত ; সুতরাং আমার সে সন্তোষ বিষাদে পর্য্যাপ্ত হইল। গ্রন্থকর্ত্তা প্রাচীন সংহিতাকারগণের ন্যায় শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে নিজ নাম বিনাম পূর্ব্বক সুমতি নাম ধারণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনোদ্দিশ্য জাতিভেদ-জ্ঞান পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, জাতি বিভিন্নতাজ্ঞান ঈশ্বরোপাসনার প্রতিবন্ধকীভূত কি রূপে হয় ? জাতিভেদজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনার প্রতিবন্ধক, ইহা কোন শাস্ত্রেই অভিহিত হয় নাই ; যদি ইহা কোন শাস্ত্রে কথিত হইত তবে অবশ্যই শাস্ত্রজ্ঞ বা জ্ঞানিজন-কর্তৃক জাতিভেদজ্ঞান পরিহেয় হইত। তাহা অসত্ত্বেও আধুনিক ব্রাহ্মাভিমানিরা যে জাতির উপরে কুঠার ধারণ করেন, সে কেবল—বিজাতীয়াশন লোলুপতা ও পাক বিষয়ে অলসতার পরিচয় মাত্র।

বস্তুতঃ জাতিবিভিন্নতাজ্ঞান কোনমতেই ঈশ্বরোপাসনার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, তবে যে সুমতি মহাশয় জাতিভেদ অস্বীকার পূর্ব্বক স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞাভিমানী হইয়া বহু তপঃসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞানকে অতি সুলভ কহিয়া আপামর সাধারণকে অভিনব ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেছেন এ কেবল যুগধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য। মহাভারতেও উক্ত আছে যথা।—

সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।
নানুতিষ্ঠন্তি কৌন্তেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ॥

অর্থ।

হে কুন্তিনন্দন! কলিযুগে সকলেই মুখে ব্রহ্ম বলিবে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই শিশ্নোদরপরায়ণতা প্রযুক্ত ব্রহ্মোপাসনার অনুষ্ঠানও করিবে না।

যথার্থরূপে ব্রহ্মজ্ঞান-তৎপরতা সাধারণের অসম্ভব "ওঁ তৎ সৎ" উচ্চারণ করিয়া "আমি ব্রাহ্ম হইলাম" বলিলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় এমত নহে; উপাসনা অর্থাৎ তপস্যা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। সেই উপাসনা করণার্থ অগ্রে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয়। যিনি ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উপাসনা দ্বারা অধিকারি হন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। বেদান্তসারে সেই অধিকারির নিরূপণ করিয়াছেন, যথা—

অধিকারী তু; বিধিবদধীত বেদ বেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরং নিত্য নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতা নিখিল কল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মল স্বান্তঃসাধন চতুষ্টয় সম্পন্নঃ প্রমাতা।

ইহ জন্মেই হউক অথবা জন্মান্তরেই যথা-বিধানক্রমে বেদ বেদাঙ্গের অধ্যয়নদ্বারা সামান্যতঃ সকল বেদার্থ জ্ঞাত হইয়া কাম্যকর্ম্ম (স্বর্গভোগাদি ফলোদ্দিশ্য বিধীয়মান কর্ম্ম) ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম (ব্রহ্মহত্যাদি) পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম (সন্ধ্যাবন্দনাদি) নৈমিত্তিক (জাতেষ্ঠ্যাদি যজ্ঞ) প্রায়শ্চিত্ত (চান্দ্রায়ণাদি) উপাসনা (সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক চিত্তের একাগ্র-

তাদৃশ শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যা) ইহা দ্বারা সকল পাপের দূরীকরণ হেতুক অত্যন্ত নির্ম্মলান্তঃকরণ এবং নিত্যানিত্য বস্তুবিচার, ইহকালে ও পরকালের ফল ভোগের বিরাগ, শমদমাদি সাধন সম্পত্তি * মুক্তির ইচ্ছা এই সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন যে প্রমাতা অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে যিনি অভ্রান্ত তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অধিকারি হন।

এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং। উপাসনানান্তু চিত্তৈকাগ্রং। " তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যাদি শ্রুতেঃ ; " তপসা কল্মষং হন্তি " ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। বেদান্তসারঃ।

অর্থ।

এই সকলের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত কেবল চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। উপাসনার মুখ্য প্রয়োজন—চিত্তের একাগ্রতা। যেহেতু শ্রুতিতেও প্রমাণ আছে যে " বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং অনশনাদি ব্রতদ্বারা ব্রাহ্মণেরা এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। " পরন্তু স্মৃতিতেও প্রমাণ আছে, তপস্যাদ্বারা পাপ নষ্ট হয়।

যথাবিধানক্রমে বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন ব্যতিরেকে যাঁহারা কেবল কোন শাস্ত্রের একদেশ দেখিয়া, অথবা ভূগোল, ইতিহাস, পাটিগণিত ও ক্ষেত্রতত্ত্বমাত্র পাঠ করিয়াই সহজজ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের

* শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা,

সে ইচ্ছা কেবল পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘনেচ্ছার ন্যায় বিড়ম্বনার কারণ।

কাম্য ও নিষিদ্ধের বর্জ্জন না করিয়া ক্ষণভঙ্গুর শরীরে বলবতী বিলাসবাসনা দ্বারা অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে রত হইয়া অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও নিকৃষ্টের সহ পান ভোজন প্রভৃতি অসৎ কার্য্যদ্বারা যাহারা ব্রাহ্ম হইতে বাসনা করে তাহাদিগের—গলে পাষাণ বন্ধন পূর্ব্বক সন্তরণে সমুদ্র পার হইবার বাসনাপ্রায়—অধোগতি লাভের চেষ্টামাত্রই সার হইতেছে।

নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনাদ্বারা সকল পাপের ক্ষয় না করিয়া এবং জাত্যুচিত সন্ধ্যাবন্দনা ও উপাসনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহারা সপ্তাহান্তে সমাজাধিবেশনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বাঞ্ছা করে, তাহাদিগের সেই বাঞ্ছা—কুপথ্য ও অচিকিৎসাদ্বারা প্রবল রোগবারাচেষ্টার ন্যায়—বিপরীত ফলপ্রাপ্তির নিমিত্তমাত্র।

শম দমাদি সাধনসম্পন্ন না হইয়া, অর্থাৎ বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি না করিয়া এবং তিতিক্ষা (ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদিতে বা তৎসদৃশ কোন বিষয়েতে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা) ও গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস না করিয়া (তৎপরিবর্ত্তে মদ্যপান, স্বেচ্ছাচারিতা, অকৃতজ্ঞতা, বিতণ্ডা, জিগীষা, পক্ষপাতিতা, কপট ব্যবহার, পরনিন্দা ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি আচরণ করিয়াই) যাঁহারা "আমরা ব্রাহ্ম" এইরূপ বলেন, তাঁহাদের

ঐ বাক্য ক্ষিপ্তকথিত "অহং রাজন্" ইত্যাকার বাক্যের সদৃশ!।

লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে অভ্রান্ত না হইয়া সময়ে সময়ে মতের পরিবর্ত্তন, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ ইত্যাদি বালচাপল্য কার্য্যদ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের সেই ইচ্ছা—বন্ধ্যার প্রসববেদনা ভ্রমে সূতিকালয় গমনের ন্যায়।

পূর্ব্বে যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীর লক্ষণ উক্ত হইল, তাদৃক্ সম্পন্ন না হইয়া যদি কেবল আত্মপ্রত্যয়, সহজ জ্ঞান ও স্বেচ্ছাচারদ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইত, তবে পৃথিবীর মধ্যে আপামর সাধারণ সকল লোকেই ব্রাহ্ম হইয়া যমালয় জনরহিত করিত। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান তত সহজ নহে। শুক, নারদ, জনক, বশিষ্ঠ, প্রহ্লাদ ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা বহুতর কঠোর তপস্যাদ্বারা ও বহু শাস্ত্র দর্শনদ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সুমতি মহাশয় কুযুক্তি ও কুতর্ক পরিপূর্ণ যৎসামান্য ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনাদ্বারা কতকগুলিন তরলবুদ্ধি ছাত্রকে সেই বহুশাস্ত্রসাপেক্ষ্য দুরধিগম ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইয়া জাতিভেদের অনৌচিত্য ও সাকার উপাসনার অলীকতা প্রতিপাদন করাইয়া দিতেছেন—ইতোঽধিক আশ্চর্য্য আর কি আছে?।

কোধান্যানি বিহায় পত্রতৃণকং গেহং নয়েৎ ক্ষেত্রতঃ,
কঃ শুক্তিং নয়তে বিহায় বিমলং ত্যক্ত্বা ফলং সাগরাৎ।

কঃ পন্থানমিতঃ ক্ষিপেৎ কিল পরিষ্কর্ত্তুং ততঃ কণ্টকং,
কোধর্ম্মোপনিদেষ্ণু কামহৃদয়শ্চষ্টে বচঃ পাপনং॥

অর্থ।

এমন কে আছে যে ধান্য আহরণ করিতে গিয়া তাহা ত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষেত্র হইতে তৃণপত্র আনয়ন করে? এমন কে আছে সমুদ্রে যাইয়া শুক্তিগর্ভস্থ বিমল মুক্তা পরিত্যাগ করতঃ কেবল অকিঞ্চিৎকর শুক্তিগুলিন আনয়ন করে? এমন কে আছে যে পথ পরিষ্কার করিতে গিয়া সেই পথে কণ্টক বিক্ষেপ করে এবং এমন কে আছে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কেবল পাপকর বচনই বলিতে থাকে?।

গ্রন্থকার মহাশয় তাঁহার পুস্তকে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন, "বেদান্ত ও মনু প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক বিলোকন করিয়া অতিশয় যত্নসহকারে আমি এই পুস্তক সংগ্রহ করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম, এই ধর্ম্ম সংগ্রহ দ্বারা জনসমূহের পূর্ব্বকালীয় মানবগণের নির্ম্মল জ্ঞানের ন্যায় যথার্থ জ্ঞান হইবে" চতুর্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন "সদ্ধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি, কৃতিগণ কৃপা পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করুন।"

সত্য বটে এই পুস্তকে মনু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের কতিপয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই গ্রন্থকর্ত্তা যে সকল ধর্ম্মপুস্তকের বচন আহরণ করিয়াছেন সেই সকল ধর্ম্মপুস্তকের অভিপ্রায় আর এই গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় অত্যন্ত বৈসদৃশ্য।

অর্থাৎ সেই সকল ধর্ম্মপুস্তকে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহার মতে তাহা ধর্ম্মই নহে, এবং সেই সেই গ্রন্থের মতে যাহা অধর্ম্ম, ইহার মতে তাহাই ধর্ম্ম। অথচ ইনি বলেন " মন্বাদি ধর্ম্মপুস্তক বিলোকন করিয়া সদ্ধর্ম্মসঙ্কাশিনী প্রকাশ করিয়াছেন " কি আশ্চর্য্য।

ন হি মিহিরকিরণচুম্বিতে বস্তুনি দুশ্চক্ষুষোঽপি প্রদীপাপেক্ষা।

অর্থ।

সূর্য্যকিরণচুম্বিত বস্তুতে দুশ্চক্ষু ব্যক্তিরও প্রদীপ অপেক্ষা করেনা। মনুর সৃষ্টি অবধি একাল যাবৎ সিন্ধুনদের পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মদেশ এবং কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমগিরি পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানমধ্যে মনুর মত প্রচলিত আছে। প্রথম কাল অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কোন দেশের কোন পণ্ডিতই বলিতে পারেন নাই যে মনু, জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া সকল মনুষ্যকে একধর্ম্মাবলম্বী হইতে বলিয়াছেন এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের অপ্রয়োজনতা স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু মন্বাদি শাস্ত্রে জাতির নিরূপণ, জাতি-বিশেষের ধর্ম্ম, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, জাত্যুচিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগের পাপ এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি উক্ত আছে। যে সকল ধর্ম্মপুস্তকে জাতিভেদের আবশ্যকতা এবং জাত্যুচিত ব্যবহার ধর্ম্ম ও তদ্বিপরীত আচরণ অধর্ম্ম ইহা উক্ত হইয়াছে, সেই সকল ধর্ম্মপুস্তকের 'মত গ্রহণ করিয়া' এবং তাহার অনুযায়ী হইয়া যদি কেহ বলেন যে

" জাতিভেদ না রাখাই ধর্ম্ম " তবে তদ্দ্বারা তাহার বুদ্ধিভ্রম বা ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাই সপ্রমাণ হয়। গ্রন্থকর্ত্তা প্রথমাধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে লিখিয়াছেন "বিজ্ঞগণ এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বিলোকন করিয়া, তৎপ্রতি দোষ দিতে প্রবৃত্ত হউন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু নূতন সংগ্রহ শুনিয়াই যেন দোষ দেওয়া না হয়। কারণ, কোন মনুষ্যের কুরূপ দর্শন করিয়াই তাহার স্বভাব নিন্দা করা উচিত নহে"। সত্য, আমরা তাঁহার গ্রন্থকে নূতন গ্রন্থ বলিয়া প্রথমেই অনাদর করি নাই এবং তাহাকে দেখিতেও কুরূপ বোধ হয় নাই। বরং নূতন গ্রন্থ দেখিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং বাহ্যসৌষ্ঠব ও বাহ্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বড়ই আহ্লাদ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার যতই রসাস্বাদন করিলাম, ততই বিস্বাদ বোধ হইতে লাগিল। যেমন—

নৈম্বং ফলং দৃষ্ট স্বরূপ-গন্ধ-মাস্বাদনেহল্পং প্রথমন্দদাতি।
স্বাদুত্বমেবং যদি চুষ্যমানং তিক্তত্বমস্ত ক্রমশো বিভাতি॥

অর্থ।

নিম্ব ফল দ্রষ্টব্য অতি সুরূপ গন্ধবটে, আস্বাদনেও প্রথমতঃ অল্প স্বাদুত্ব প্রদান করে, কিন্তু ঐ ফলকে যতই চোষণ করা যায়, ক্রমে ক্রমে ততই তাহার তিক্তত্ব প্রকাশ হয়। গ্রন্থকর্ত্তা ধর্ম্মোপদেশ উপলক্ষে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া ইহার চরম ফল এই স্থির করাইয়াছেন—জাতিভেদ অনুচিত এবং সকলের এক ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া উচিত। পরন্তু শিষ্যদিগকে

উপদেশ দানচ্ছলে মহাভারতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিভৃতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

অর্থ।

বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতি সকল ভিন্ন ভিন্ন এবং এমত মুনি নাই, যাঁহার মত অন্য মতের সহিত বিভিন্ন না হইয়াছে; অতএব ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহাতে নিহিত রহিয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হওয়া কঠিন কর্ম্ম, তবে মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন তাহাই ধর্ম্মের পন্থা জানি। এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, উল্লিখিত বচনোক্ত মহাজন-পদবাচ্য কোন্ ব্যক্তি হইতে পারেন?। যদি মন্বাদি সিদ্ধ ও ঋষিগণকে মহাজন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে কোন ক্রমেই সকলে এক জাতি ও এক ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারেন না, যেহেতু উক্ত মহাজনগণ স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থে জাতিভেদ বিধান করিয়াছেন। জনক, ভগীরথ, রামচন্দ্র, সুরথ, বিশ্বামিত্র, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে যদি মহাজন বলাযায়, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যেহেতু ঐ সকল ব্যক্তিরাও বেদাদি শাস্ত্রের অনুযায়ী হইয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও জাতিবিচার করিয়া গিয়াছেন। জাতি বিচার করেন নাই ঈদৃশ মহাজন কোথায়? যদি বলেন, যীশু, মহম্মদ, মুষা, মথী, মার্কলুক, জোহন, গানেনীয়, থিয়োডর-পার্কর এবং বর্ত্তমান কালের যে সকল বড় বড় বাবুরা জাতিভেদ অস্বীকার করেন তাঁহারাই

মহাজন, কিন্তু এ উত্তরও যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ যুধিষ্ঠির যৎকালে ঐ শ্লোক বলিয়াছিলেন এবং মহাভারত যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, তৎকালে যীশু ও মহম্মদ প্রভৃতির জন্ম হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের অথবা মহাভারত রচয়িতার অভিপ্রেত মহাজন-শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বে বা তৎ সময়ে মহাজন-পদবাচ্য যে সকল ব্যক্তি ছিলেন, বোধ করি তন্মধ্যে কেহই জাতিভেদের অনাবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। গ্রন্থকর্ত্তা সুমতি নাম ধারণ পূর্ব্বক শিষ্যগণের উপদেশচ্ছলে মন্বাদি ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণ আহরণ করিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ উক্ত সকল ধর্ম্মপুস্তকের মতবিরুদ্ধ হইয়াছে—কেবল এইমাত্র দোষ নহে, এই গ্রন্থের পূর্ব্বাপর অসংলগ্ন ও বিরুদ্ধ এবং কোন কোন স্থলে প্রাচীন বচনের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য গোপন করিয়া স্বকপোল কল্পিত অর্থ করা ইত্যাদি দোষও জাজ্বল্যমান দেখা যায়।

প্রথমতঃ তিনি তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে লিখিয়াছেন "পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে সদ্ধর্ম্মের প্রচার থাকা নিবন্ধন ধর্ম্মের অতিশয় গৌরব ছিল, তন্নিমিত্তই এই ভারতবর্ষকে পুণ্যক্ষেত্র বলাযায়" ইহা লিখিয়াই পূর্ব্বকালের ধর্ম্মবর্ণনা উপলক্ষে ২৭ শ্লোক অবধি ৪১ শ্লোক পর্য্যন্ত মনু ও পরাশর সংহিতার প্রমাণদ্বারা জাতিভেদ এবং যে জাতির যে যে ধর্ম্ম ও ব্যবসায় তৎ সমস্ত ও তাহাদিগের আপদ্ধর্ম্মের নিরূপণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বকালের সদ্ধর্ম্ম বর্ণনা উপলক্ষে মহা

নির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথম উল্লাস হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ১৪ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"দেবান্ পিতৃ্ন্ প্রীণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতে যুগে।"

সত্যযুগে মনুষ্যেরা দেবতা ও পিতৃগণকে তৃপ্ত-করিতেন।

১৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

" দেবায়তনগা মর্ত্ত্যাঃ "

মনুষ্যেরা দেবালয়ে গমন করিতেন।

২৩ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

" ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বাচারবর্ত্তিনঃ "

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই স্বীয় স্বীয় আচারবর্ত্তী ছিল।" গ্রন্থকার উপরোক্ত প্রমাণ সমস্তদ্বারা আপনিই প্রকাশ করিয়াছেন—পূর্ব্বকালেও জাতিভেদ ছিল এবং পৃথক্ পৃথক্ জাতির পৃথক্ পৃথক্ আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্ম ছিল। মনুষ্যেরা দেবালয়ে (সাকার দেবতার মন্দিরে) গমন ও দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিতেন ; এই সকলই পূর্ব্বকালের সদ্ধর্ম্ম। এতন্নিবন্ধন পূর্ব্বতন লোক ধার্ম্মিক ও সুখী হইতেন এবং ভারতভূমিও পুণ্যক্ষেত্র নামে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু পরক্ষণে ষষ্ঠ অধ্যায় লিখিবার সময় ঐ সকল বাক্য বিস্মৃত হইয়া জাতিভেদকে কাল্পনিক বর্ণন পূর্ব্বক তাহার গর্হিতত্ব প্রতিপাদনেই স্বকপোল কল্পিত পঞ্চাশৎ শ্লোক লিখিয়াছেন—

শীতে যথা দিনমুখে পিহিতান্তরীক্ষে, ভাতীব কোপি চ কুহেলিকয়া সিতাভ্রং। তদ্বত্তু বিভ্রমবশাদ্গত ধর্ম্ম ভাবো, ধর্ম্মোপমো লষতি কল্পিত জাতিভেদঃ॥

অর্থ।

শীত সময়ে কুজ্ঝটিকাদ্বারা আচ্ছাদিত গগণমণ্ডল বিশিষ্ট প্রভাতকালে শুভ্রবর্ণ মেঘ যেমন—বিভ্রম বশতঃ সূর্য্যসদৃশ প্রতিভাস হয়, তদ্রূপ ভ্রমবশত বিগত ধর্ম্মভাববিশিষ্ট কল্পিত জাতিভেদই ধর্ম্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

যথার্থ দাম্পত্যরসাপরিগ্রহে যথাঽসতী কল্পিত যৌবনাম্বুধৌ। ভৃশং নিমগ্নো ন সুখং ন মানসীংশান্তিং কদাচিন্মনুজা লভন্ত্যহো ॥ ৫২ ॥

যথাজ্ঞলোকাঽবৃত প্রাক্তনামৃতপান বিমুখাঃ। বিমোহিতঃকল্পিতজাতিমূলকে মজ্জন্তি ধর্ম্মাম্বুনিধৌ সপঙ্কিলে॥ ॥ ৫৩ ॥

অর্থ।

প্রকৃত দাম্পত্য রসের আস্বাদ অজ্ঞাত হইলে যেমন অসতীর কল্পিত যৌবনসাগরে জনগণ বারম্বার মগ্ন হইয়াও সুখ এবং মানসিক শান্তি কোনকালেও লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ পূর্ব্বতন যথার্থ ধর্ম্মামৃত পানবিমুখ জনগণ মোহ-বশতঃ কল্পিত জাতিমূলক পঙ্কিলধর্ম্মসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছে ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

সুমতি মহাশয় উক্ত স্বকপোল কল্পিত শ্লোকদ্বারা যেমন জাতিভেদের কল্পিতত্ব ও অনৌচিত্য বর্ণন করিয়াছেন,

তদ্রূপ অপর কয়েকটী শ্লোক রচিয়া সাকার উপাসনার নিন্দা করিতেও ক্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাঁহারই পুস্তকের এক স্থানে নিম্ন লিখিত বচনটী উদ্ধৃত আছে যথা—

"বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দন বর্জ্জিতাঃ।"

অর্থ।

ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ন্যায় আচারান্বিত ও সন্ধ্যাবন্দন বর্জ্জিত হইবে" ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও শূদ্রের ধর্ম্ম যে অত্যন্ত পৃথক্ এবং অধর্ম্ম প্রভাবেই যে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রধর্ম্মে রত ও সন্ধ্যাবন্দনাদি বর্জ্জিত হন, এই বচনদ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে, অথচ অন্য স্থানে লিখিয়াছেন সকলের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া অনুচিত। ইহা কতদূর কৌতুকের বিষয় পাঠকেরাই বিবেচনা করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

বিশেষতোদ্বিজাতীনাং সদ্ধর্ম্মং ব্রহ্মচিন্তনং।
সাম্যে ধর্ম্মে মিথঃ প্রীতির্জ্জবেদান্তরিকী দৃঢ়া॥

অর্থ।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমুহের ব্রহ্মচিন্তনই সদ্ধর্ম্মছিল, জনগণের একরূপ ধর্ম্ম হইলে পরস্পরের আন্তরিকী দৃঢ়া প্রীতিও সহজে জন্মে। গ্রন্থকারের এই নিজ বাক্য দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে—শূদ্রের সহিত দ্বিজাদির এক ধর্ম্ম নহে, অথচ (পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সদ্ধর্ম্ম অতিশয় প্রকাশিত ছিল, কি হেতু সেই ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় দেখিতেছি এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে) চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

" বিভিন্ন ধর্ম্মে সম্প্রীতির্জনানাং নৈব সম্ভবেৎ।
মিথোবিরোধঃ সংজাতঃ প্রায়শোধর্ম্মবাক্যতঃ ॥

অর্থ।

সম্প্রতি ভারতবর্ষে নানাপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠায়িদিগের অকৃত্রিম প্রণয় কদাপিও হইতে পারে না। প্রত্যুতঃ ধর্ম্মলোপ প্রসঙ্গে প্রায় পরস্পর বিরোধই উপস্থিত হইয়া থাকে।" এইক্ষণে পাঠকেরাই বিবেচনা করুন, এই গ্রন্থের পুর্ব্বাপর সংলগ্ন হইতেছে কি না এবং ইহার মতের স্থৈর্য্য আছে কি না। সুমতি মহাশয় খ্রীষ্টিয়ান ও মহম্মদীয়ানগণের ন্যায় জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া সকলের একধর্ম্মাবলম্বনকেই সদ্ধর্ম্ম বলিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার শিষ্যগণ এই প্রশ্ন করিয়াছেন যথা দ্বাদশাধ্যায়ে—

" যদ্যপি ভবদীয় বাক্যানুসারে আমরা পূর্ব্বোক্ত সদ্ধর্ম্মনিরত হই, তবে আমাদিগকে জনকাদি বান্ধবগণ সমাজ হইতে উচ্ছেদ করিবেন ; অর্থাৎ একত্র আহার ব্যবহার করিতে সম্মত হইবেন না। এবং আমাদের সহিত সংসর্গেরও বিরাম করিবেন। অর্থাৎ শিথিল স্নেহ হইবেন। নিন্দাদি যে করিবেন তদ্বিষয় বলা অনাবশ্যক। এইক্ষণে মহাশয় বিবেচনা করুন—তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কি আমরা সদ্ধর্ম্ম চিন্তনপরায়ণ হইব" ঐ প্রশ্নের উত্তরে সুমতি মহাশয় কহেন, " বাস্তবিক ধর্ম্মচিন্তা বিষয়ে নিজ বুদ্ধ্যাদিদ্বারা যাহা শুভাবহ বোধ হয় তাহাই গ্রাহ্য, তদ্বিষয়ে

জনকাদির অপেক্ষা করার প্রয়োজন কি” ১৫ শ্লোকে লিখিয়াছেন “বরঞ্চ তোমরা সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তোমাদের জনকাদি বান্ধবগণ তোমাদিগকে বিধর্ম্মী বিবেচনায় সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন” ইত্যাদি। সুমতি মহাশয়ের উক্ত বাক্য ভঙ্গীতে ইহাই বোধ হয় যেন, জাতিধর্ম্ম ত্যাগ করিবার নিমিত্ত পিতামাতাকে ত্যাগ করাও কর্ত্তব্য, কিন্তু তিনি ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই ষষ্ঠাধ্যায়ে ব্রহ্মমন্ত্রীর কর্ত্তব্য নিরূপণ প্রসঙ্গে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হয় যথা—

“মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকর-স্তয়োঃ সেবন তৎপরঃ”

অর্থাৎ মাতা পিতার সন্তোষজনক কার্য্য করিবে এবং তাঁহাদিগের সেবাতে তৎপর হইবে।

সপ্তম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

মাতৃপিতৃন্ শিশূন্ দারান্ বান্ধবান্ স্বজনানপি।
যো যো ব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ॥

মাতা, পিতা, শিশু, দারা, বান্ধব এবং স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া যে যায় সে মহাপাতকী হয়।

নবম অধ্যায়ে মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

পিত্রা বিবাদমানশ্চ কিতবোমদ্যপস্তথা ইত্যাদি। অর্থাৎ পিতার সহিত শাস্ত্র বা লৌকিক বিষয়ে বিরোধকারক ইত্যাদি ব্যক্তিরা অপাঙ্‌ক্তেয়। কি আশ্চর্য্য! সুমতি মহাশয় কোন স্থানে লিখিয়াছেন জাতিভেদ কল্পিত, কোন

স্থানে বলিয়াছেন ব্রাহ্মণাদি জাতির স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ মন্বাদ্যুক্ত ধর্ম্মই সদ্ধর্ম্ম। কোন স্থানে লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণাদি জাতি শূদ্রাচার সমাযুক্ত হইলে অধর্ম্ম হয়, কোন স্থানে লিখিয়াছেন জাতিভেদ জন্মগত নহে কর্ম্মগত এবং সকলের এক ধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত। কোন স্থানে লিখিয়াছেন পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিলে অধর্ম্ম হয়, কোন স্থানের লিখার ভঙ্গীতে বোধ হয় "জাতিভ্রষ্ট হইয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ করার নিমিত্ত পিতামাতা পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য।" কোন স্থানে বলিয়াছেন " মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ " কোন স্থানে বলিয়াছেন আপনার বুদ্ধিদ্বারা যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর (অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী হও) ইত্যাদি॥ পাঠকগণ! এই সকল বচন, প্রমাণ ও যুক্তি মত, শ্রবণ করিয়া আপনারা কি মনে করেন? এই অভিনব গ্রন্থ কি কল্পতরু অথবা রত্নাকর সদৃশ বোধ হয় না?

এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি—জাতিভেদ যদি কল্পিত হয়, তবে ব্রাহ্মণাদির স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম বলা ভ্রমের কার্য্য কি না? এবং যে জাতিকে এক বার কল্পিত বলিয়া তাহার অলীকতা বর্ণন করিয়াছেন তাহাকে পুনরায় (জন্মগত না হউক) কর্ম্মগত বলিয়া স্বীকার করা প্রলাপোক্তি হয় কি না? গ্রন্থকার বারবার জানাইয়াছেন পিতা মাতার শুশ্রূষায় তৎপর হইবেক এবং পিতামাতা ও পরিবার পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করে সে পিতৃমাতৃস্ত্রীহত্যাকারী ও মহাপাতকী হয়। কিন্তু কিয়ৎকালা-

স্তরে তাহা অন্তরের অন্তর করিয়া, মাতা পিতা স্ত্রী প্রভৃতি ত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার বশতঃ জাত্যন্তর গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন ; কি আশ্চর্য্য লীলা ! মোহের মহিমা বুঝা ভার।

পিত্তেন দূষিত দৃশা পরিশুদ্ধ শঙ্খং,
পীতং নিরূপয়তি মুগ্ধজনঃ কদাচিৎ।
ভ্রান্ত্যা বিদূষিতমহো যদি বোধচক্ষু,
র্নানা বিরূপমপি পশ্যতি শুদ্ধ ধর্ম্মং॥

অর্থ।

পিত্তদ্বারা যাহার চক্ষুঃ দূষিত হয় সে পরিশুদ্ধ ধবল শঙ্খ দেখিয়াও তাহার পীত বর্ণ নিরূপণ করে। যদি কোন ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষুঃ ভ্রান্তিদ্বারা দূষিত হয় তবে সে পরিশুদ্ধ ধর্ম্মকেও নানাপ্রকার বিরূপ দেখে।

সুমতি মহাশয় লিখিয়াছেন “জনগণের একরূপ ধর্ম্ম হইলে পরস্পর আন্তরিকী দৃঢ়া প্রীতি জন্মে ; ভিন্নধর্ম্মযুক্ত মনুষ্যগণের পরস্পর স্বদেশোন্নতি বিষয়ে ঐক্য বাক্য সম্ভবেনা”। বস্তুতঃ নিতান্ত অদূরদর্শী ভিন্ন আর কেহই তাঁহার ঐ বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারেনা। কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, এই ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক একধর্ম্মাবলম্বী আছেন ; তথাপি তাঁহারা পরস্পর অকৃত্রিম প্রণয়ে বদ্ধ নহেন। প্রত্যুতঃ বিবাদ বিসম্বাদ ও মতভেদ তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে যুদ্ধাদিরও বিরলপ্রচার নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, এক জননীর গর্ব্ভজাত ভ্রাতৃগণ একধর্ম্মাক্রান্ত থাকিয়াও পরস্পর অকৃত্রিম প্রণয় রক্ষা

করিতে অক্ষম। যে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলাযায়, কত লোককে তাহার প্রতিও প্রীতিশূন্য দেখা যাইতেছে।

ইউরোপে জাতিভেদে ধর্ম্মের প্রভেদ প্রায় নাই। ঐরূপ আরবেও জাতিভেদ দৃষ্ট হয় না। এই সকল দেশে নানা প্রকার ধর্ম্মও নাই। সেই সেই স্থানে কি প্রীতি, শান্তি, দয়া ও স্নেহ নিরুদ্বেগে সর্ব্বদা বাস করিতেছে? ভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতি-ভেদ না থাকাই যদি দেশোন্নতির একমাত্র কারণ হয়, তবে ইটালির উন্নত গৌরব লুক্কায়িত হইল কেন? গ্রীশের বিখ্যাত প্রভাই বা কেন অস্তমিত হইয়াছে? আমেরিকার বিবাদানলে লক্ষ লক্ষ লোকের আহুতি হইল কেন? সংপ্রতি কাবোলেই বা কি জন্য গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত রহিয়াছে? অস্ত্রিয়া ও প্রুষিয়ার বীরশোণিতে ধরিত্রী আর্দ্রা হইল কেন? দূরের কথা দূরে থাকুক, সংপ্রতি অভিনব ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই বা পরস্পর মতভেদ কেন? জাতিভেদ ও পৃথক্ ধর্ম্ম থাকিলে যে দেশের উন্নতি হইতে পারেনা, এ কথা কেবল অদূরদর্শিরাই বলিতে পারেন—স্মরণাতীত কালাবধি এই ভারতবর্ষে নানা প্রকার ধর্ম্ম ও জাতিভেদ আধিপত্য করিতেছে, কিন্তু এই ভারতবর্ষের যতদুর উন্নতি হইয়াছিল অদ্য পর্য্যন্তও অন্য কোন দেশের তাদৃশী উন্নতি হয় নাই। কোনকালে ভারতবর্ষের জয়পতাকা পৃথিবীর সর্ব্বত্র উড্ডীয়মানা হইয়াছিল; তাহার উন্নত মস্তক কেহই স্পর্শ করিতে পারেন নাই। এই ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিশিষ্ট হিন্দু সম্প্রদায় কতবার ঐক্য নিবন্ধন পূর্ব্বক ধর্ম্মান্ত-

কারী যবনদিগকে এদেশ হইতে দূর করিয়া ভারতভূমির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ পরস্পর ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলে যে প্রণয় হয়না— এ কথা নিতান্তই অসঙ্গত। অদ্য পর্য্যন্তও প্রত্যক্ষ দেখা যায়, কি হিন্দু কি মোসলমান কি ইংরাজ, কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, কি শাক্ত কি বৈষ্ণব, ইহাঁরা সকলে সমবেত হইয়া অতি প্রণয়-সহকারে দেশোন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইয়া সেতু ও বর্ত্মাদি প্রস্তুত করাইতেছেন; বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং বাণিজ্যাদি ব্যাপারে সংপ্রীতি পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে-ছেন; সভা সংস্থাপন করিতেছেন; দেশের দুর্নিয়ম উচ্ছে-দের চেষ্টা পাইতেছেন। এবং ধর্ম্ম বিষয়েও ভিন্ন২ জাতীয় লোক সকল এক গুরুর শিষ্য হইয়া এক দেবতার উপা-সনা করিতেছেন। এই সকল জাজ্বল্যমান প্রমাণ থাকিতে সুমতি মহাশয়ের তাদৃশ অযৌক্তিক ও প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ লিখা গুলিন আমাদিগের সন্তোষকর হইতেছে না পরন্তু অন্য কাহারো চিত্তে স্থানপ্রাপ্ত হয় এমত বোধ হয় না। সুমতি মহাশয় ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

বিশেষতো দ্বিজাতীনাং সদ্ধর্ম্মং ব্রহ্মচিন্তনং।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমূহের ব্রহ্মচিন্তনই ধর্ম্ম ছিল। এবং পঞ্চম শ্লোকে কহেন—

" ইতরেষাস্তু মর্ত্ত্যানাং তেষাং বাধ্যতয়া তদা।
বিরোধাদৌ সুজাতেহপি তে ভবংস্তস্ত ভঞ্জকাঃ॥

অর্থাৎ কথিত ত্রিবর্ণাতিরিক্ত সাধারণ মানবগণ পূর্ব্বোক্ত

বর্ণত্রয়ের অনুগত ছিল, সুতরাং পরস্পর বিরোধ হইলেও সেই বিরোধ ঐ দ্বিজাতিগণ ভঞ্জন করিয়াদিতেন"। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক দণ্ডাদণ্ডী হইত না। তাঁহার এই সকল উক্তি দ্বারাই প্রকাশ হইতেছে, শূদ্রাদির পক্ষে ব্রহ্মচিন্তন সদ্ধর্ম্ম ছিলনা এবং পূর্ব্বেও জাতিভেদ ছিল ও সেই জাতিভেদ অনুসারে ধর্ম্মেরও প্রভেদ ছিল। কিন্তু অষ্টম অধ্যায় লিখিবার সময়ে ঐ আপ্ত বাক্য বিস্মৃত হইয়া লিখিয়াছেন-পূর্ব্বে জাতিভেদ ছিলনা, সকলেই একজাতিভুক্ত ছিল, জাতিভেদ আধুনিক, কাল্পনিক, দেশের অনিষ্টকর ও পাপকর ইত্যাদি।

এক্ষণে পাঠকেরাই বিবেচনা করুন গ্রন্থকারের কোন্ বাক্য অবলম্বনীয়। যিনি আপন বচনেরই স্থৈর্য্য রাখিতে অক্ষম, তিনি কোন্ সাহসে ধর্ম্মোপদেশ দিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা জগদীশ্বরই বলিতে পারেন। তিনি ঐ অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

" পরন্তু যে জনা আসন্ ব্রহ্মোপাসন-তৎপরাঃ।
তেষামপি ন সর্ব্বেষাং সম্মতিঃ সাত্ত্বিকী সদা॥

পরন্তু যে যে মানবগণ ব্রহ্মোপাসনতৎপর তাঁহাদের মধ্যেও সকলের সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দেখিতেছি না" কি আশ্চর্য্য, যাঁহার সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা নাই তিনি ব্রহ্মোপাসনে তৎপর, এ কথা কোন্ বিজ্ঞব্যক্তি মুখে আনিতে পারেন এবং কোন্ বিজ্ঞ লোকেই বা তাহা গ্রাহ্য করেন? সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা না থাকিলে ব্রহ্মোপাসনে তৎপরতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, তাহা পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করুন। ৩১ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"অনেকে সন্তি তত্ত্বজ্ঞা নির্ম্মল স্বান্তসংযুতাঃ।
নিন্দনীয়া নরৈস্তে স্যুঃ খ্রীষ্টিয়ানা ইতি শ্রুতাঃ॥

অনেক তত্ত্বজ্ঞ মানব নির্ম্মল মানসান্বিতও আছেন কিন্তু তাঁহারা খ্রীষ্টান বলিয়া নরগণ কর্ত্তৃক নিন্দনীয় হয়েন"॥ গ্রন্থকারকথিত এই কথা কোন্ সচেতন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন? যিনি যীশু খ্রীষ্টের মতে "বেপ্টাইজ" (জলসংস্কাররূপ দীক্ষিত) না হইয়াছেন অথবা খ্রীষ্টমতের অনুকরণ না করেন, তাঁহাকে কেহই খ্রীষ্টীয়ান বলেন না। যদি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ এবং নির্ম্মল মানসান্বিত হন তবে তাঁহাকেও কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নিন্দা করে না। প্রত্যুতঃ লোকেরা তাঁহার প্রশংসাই করিয়া থাকেন—আমেরিকা নিবাসী ডেবিস যিনি "স্পিরিচুয়ালিজম" নামক অভিনব মতের প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই ইহার দেদীপ্যমান উদাহরণ। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ ও নির্ম্মলচেতা হইয়াছেন, তিনিই খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন অথবা খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া নিন্দনীয় হইবেন—একথাও নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয় সুমতি মহাশয় কোন প্রাণাধিক অন্তরঙ্গের মমতায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহার দোষ ক্ষালন জন্যই তাদৃশী অসঙ্গতা উক্তি করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। হা! মোহের কি শক্তি, লোভের কি মহিমা, মমতার কি মায়া!। ৩২।৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—"প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানিদের মধ্যে অনেকের সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা আছে। বিধর্ম্মী ও নিন্দিত নরগণকর্ত্তৃক তাঁহারা নিন্দিত হউন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের সদ্ধর্ম্ম আন্দোলনের কি অনিষ্ট

হইতে পারে। যথার্থ সদ্ধর্ম্ম চিন্তনকার্য্যে প্রাণাত্যয় হইলেও বুদ্ধিশীল দৃঢ়তর নিশ্চয়যুক্ত মানবগণ তদ্বিষয় ত্যাগ করেন না"। এতদ্দ্বারা সুমতি মহাশয় বিলক্ষণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়া নব্যসম্প্রদায়কে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি যিনি শিষ্যগণকে এই সকল তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন, তিনি স্বয়ং এক জন তত্ত্বজ্ঞানী কি না? যদি তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া থাকেন তবে * * * * প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া * * * সমাজে অধিবেশন করাইবার কি প্রয়োজন ছিল।

সুমতি মহাশয় স্বগ্রন্থের সপ্তমাধ্যায়ে ব্রহ্মোপাসনার প্রাধান্যাদি বর্ণন উপলক্ষে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের যে সমস্ত প্রমাণ প্রকাশ করিয়াছেন, তৎ সমুদায় তাঁহার গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যের বিপরীত হইয়াছে। তিনি দ্বিতীয় শ্লোকে লেখেন—

"যস্য কর্ণপথোপান্ত প্রাপ্তো মন্ত্র মহামণিঃ।
ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎ কুলং শিবে॥

হে শিবে! যিনি ব্রহ্মমন্ত্রে (মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মমন্ত্রে) দীক্ষিত হন, তাঁহার মাতা পিতা ধন্য এবং সেই কুল পবিত্র।" এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, আধুনিক ব্রাহ্মেরা (যাঁহাদের অনুরোধে সুমতি মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করেন) মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত কি না? যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিধানক্রমে যথার্থ ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁহারা ধন্য, ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি (পূর্ব্বেও এতদ্বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে) কিন্তু যাঁহারা মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া জাতিনাশ তন্ত্রে ও ধর্ম্মনাশ তন্ত্রানুসারে

ব্রহ্ম ভামন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁহারা কোন্ লজ্জায় ধন্যবাদার্হ হইতে ইচ্ছা করেন? দীক্ষিত হইতে হইলেই সদ্গুরুর উপদেশের এবং শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অপেক্ষা করে। কিন্তু যাঁহারা (আধুনিক ব্রাহ্মেরা) আত্মপ্রত্যয় সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া স্বেচ্ছাচার পরায়ণ হন, তাঁহারা এই প্রমাণ গুলিনকে কোনমতে নিজপক্ষের অনুকূল বলিতে পারেন না। ১৩।১৪ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিতা যে গৃহস্থা ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
স্ব স্ব বর্ণোত্তমাস্তে তু পূজ্যা মান্যা বিশেষতঃ॥
ব্রাহ্মণা যতয়ঃ সাক্ষাদিতরে ব্রাহ্মণৈঃ সমাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বে পূজয়েত্তু ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রহ্মদীক্ষিতান্॥

ব্রাহ্মণাদি গৃহস্থ সকলের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক, তাঁহারা স্ব স্ব বর্ণমধ্যে উত্তম; সকলের বিশেষরূপে পূজ্য এবং মান্য। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিত ব্রাহ্মণগণ যতিতুল্য এবং ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিত অন্য বর্ণ সকল ব্রাহ্মণের সমান” ইত্যাদি। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এতদ্দ্বারা জাতিভেদ স্বীকৃত হইতেছে কি না? এই সকল বচন প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুকূল না অভিনব ধর্ম্মের পরিপোষক? ১৭ শ্লোক অবধি ২১ শ্লোক পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই— “বালকের ক্রীড়াতুল্য সকল রূপ-নামাদি-কল্পনা বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া উচিত। মনঃকল্পিত মূর্ত্তি মুক্তিসাধিনী হয় না এবং মৃত্তিকা প্রস্তর সুবর্ণাদি ধাতু ও কাষ্ঠের মূর্ত্তিতে ঈশ্বর

বোধে উপাসনা হয় না" ইত্যাদি। সুমতি মহাশয়ের এই সকল লেখার দ্বারা কেবল অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা প্রকাশ হইতেছে। প্রথম অনভিজ্ঞতা এই, ইনি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত বচনের প্রকৃতার্থ অববোধ করিতে পারেন নাই। যেহেতু লিখিয়াছেন "রূপ নামাদি কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হন তিনি মুক্তি লাভ করেন। ভাল, তাঁহার রূপ কল্প না না করিয়া বরং অরূপ কল্পনাই করা গেল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি নামকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া নির্ণাম কল্পনা করিলে কি বলা যাইতে পারে ?। ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, সচ্চিৎ, ওঁতৎ প্রভৃতি সকলই তাঁহার নাম। এই সকল নাম কল্পনা পরিত্যাগ করিলে তিনি কোন্ শব্দের বাচ্য হইবেন ? কোন শব্দের বাচ্য না হয় এমন পদার্থ কি ? তাঁহাকে কি বলিয়া স্মরণ করিতে হইবে, তাহার কিছু উপায় না করিয়া নাম কল্পনা ত্যাগের উপদেশ দেওয়া কেবল প্রলাপ মাত্র।

দ্বিতীয়, অদূরদর্শিতা ;—অন্য অন্য শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, সুমতি মহাশয় যে মহানির্ব্বাণতন্ত্র অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচিয়াছেন, তাহারও সকল স্থল দর্শন করেন নাই। ফলতঃ তিনি যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অভিনব মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে এত আয়াস স্বী-কার করিয়াছেন, সেই তন্ত্রের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, কালী তারা প্রভৃতি রূপ নামাদির কল্পনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না ; কিম্বা কোন দেবতার আরাধনা করিলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না এবং কোন শাস্ত্রের অনুগত হইয়া ক্রি-

য়া কলাপের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে যেমন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার বিষয় কথিত হইয়াছে তেমন সাকার ব্রহ্মোপাসনারও উল্লেখ আছে। যথা—

ত্বত্তো-জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জনী শিবে।
মহদাদ্যণু পর্য্যন্তং যদেতৎ স চরাচরং॥
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ।
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ॥
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ত্বাং ন জানাতি কশ্চন।
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী॥
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা।
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রং। ৪র্থ উল্লাসঃ।

(ভগবতীকে মহাদেব কহিতেছেন)—হে শিবে! তোমা হইতে এই জগৎ জন্মিয়াছে, অতএব তুমি জগজ্জননী, মহৎ অবধি ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত এই চরাচর তোমার দ্বারা উৎপাদিত হই-য়াছে। হে ভদ্রে! এই জগৎ তোমারই অধীন, তুমি সকল বিদ্যার আদ্যা এবং আমাদিগেরও উৎপত্তিস্থান। তুমি সমু-দায় জগৎকে জান কিন্তু তোমাকে কেহ জানে না। কালী, তারা, দুর্গা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, অন্নপূর্ণা, বাগ্‌দেবী ও কমলা ইত্যাদি সম-স্তই তুমি।

সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ত্বং সর্ব্ব দেবময়ী তনুঃ।
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী॥

নিরাকারাঽপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি॥
দানবানাং বিনাশায় ধৎস্যে নানাবিধাস্তনূঃ।
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা॥
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানা শস্ত্রাস্ত্রধারিণী।
তত্তদ্রূপবিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদি-সাধনং॥
কথিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতাস্ত্রয়ঃ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রং ৪র্থ উল্লাসঃ।

অর্থ।

তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপা, তোমার শরীর সর্ব্ব দেবময়, সূক্ষ্মা, স্থূলা, ব্যক্তা, অব্যক্তা, সাকারা, নিরাকারা ইত্যাদি তুমিই। তোমাকে জানিতে কে সমর্থ হয়? উপাসকগণের হিত, জগতের কল্যাণ ও দানব সকলের সংহারনিমিত্ত তুমি নানা বিধ শরীর ধারণ করিয়াছ। তুমি চতুর্ভুজা, দ্বিভুজা, ষড়্ভুজা ও অষ্টভুজা এবং তুমিই বিশ্বরক্ষার্থ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ কর। তোমার সেই সকল ভিন্ন২ প্রকার রূপহেতুক তন্ত্র সকলে ভিন্ন২ প্রকার মন্ত্র-যন্ত্রাদি সাধন এবং দিব্য, বীর, পশু এই ভাবত্রয় কথিত হইয়াছে।

বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যতে।
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী॥
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং হর্ত্রী কর্ত্রী চ পালিকা॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রং ৪র্থ উল্লাসঃ।

তুমি বাক্যের অতীতা ও মনের অগম্যা। এই সমুদায় জগৎ ধ্বংস হইলে কেবল একমাত্র তুমিই অবশিষ্টা থাকিবা, তুমি সাকারা ও নিরাকারা এবং মায়াদ্বারা তুমি বহুরূপা হইয়াছ। আদিও তুমি, অনাদিও তুমি এবং হর্ত্রীও তুমি কর্ত্রীও তুমি। জীবগণ তোমার দ্বারাই পরিপালিত হইতেছে।

মহাসংহার-সময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রং ৪র্থ উল্লাসঃ।

মহাসংহার (মহাপ্রলয়) সময়ে কাল এই সমুদায় জগৎ গ্রাস করেন; যেহেতু তিনি সকল ভূত কলন (গ্রাস) করেন, অতএব তাঁহার নাম মহাকাল হইয়াছে, কিন্তু তুমি সেই মহাকালকেও কলন কর অতএব তোমার নাম কালিকা। কালের গ্রাস করণ হেতুক সকলের আদি রূপিণী কালী তুমি।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সাকার দেবতার ধ্যান, পূজা ও মন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ এবং তাহার মাহাত্ম্য বর্ণন আছে। অন্য অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিলে সেই পরম ব্রহ্ম বিরক্ত না হইয়া বরং অভীষ্ট সিদ্ধ করেন, এতদ্বিষয়েরও উল্লেখ আছে। যথা দ্বিতীয় উল্লাসে—

যোযো যান্ যান্ যজেদ্দেবান্ শ্রদ্ধয়া যদ্‌যদাপ্তয়ে।
তত্তদ্দদাতি সোঽধ্যক্ষ-স্তৈ-স্তৈ-র্দ্দেবগণৈঃ সহ॥

যে যে ব্যক্তি যে যে ফলোদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে যে দেব-

তার পূজা করুক না কেন কিন্তু সেই অধ্যক্ষই (ঈশ্বরই) সেই সেই দেবতার সহিত তত্তৎ ফল প্রদান করেন।

সত্য বটে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত আছে ব্রহ্মমন্ত্রোপাসনা করিলে ধন্য ও মান্য হয় কিন্তু সেই মন্ত্রের উপাসনা—সমাজ, চটি পুস্তক, বক্তৃতা বা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে শিক্ষা হয় না। ব্রহ্মমন্ত্র উপাসনা করিতে হইলে সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইতে হয়, সেই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসেই এতদ্বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

যথা—

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরুর্যদি লভ্যতে।
তদা তদ্বক্ত্রতো জ্ঞাত্বা জন্মসাফল্যমাপ্নুয়াৎ॥

বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যদ্বারা যদি সদ্গুরু লাভ হয় তবে তাঁহার মুখ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞাত হইয়া জন্মের সাফল্য করিবে।

কোন ব্যক্তির নিকট "ওঁ সচ্চিৎ" অথবা "ওঁ তৎ সৎ" এই ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইলেই যে ব্রহ্ম সাধন হইল এমত নহে। ব্রহ্মমন্ত্র লাভ করিলেও প্রাণায়াম, ধ্যান, জপ, পূজা ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে হইবে। যথা দ্বিতীয় উল্লাসে—

প্রাণায়াম-বিধিঃ প্রোক্তো—ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনে।
ব্রহ্মমন্ত্র সাধনেতে প্রাণায়াম বিধি কথিত হইয়াছে॥

ধ্যাত্বৈবং পরমং ব্রহ্ম মানসৈরুপচারকৈঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মসাযুজ্য-হেতবে॥
গন্ধং দদ্যান্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ। ইত্যাদি।

অর্থ।

এই প্রকারে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া ভক্তির সহিত মানস উপচার দ্বারা অর্থাৎ পৃথিবীতত্ত্বকে গন্ধ চন্দন ও আকাশ তত্ত্বকে পুষ্প কল্পনা করিয়া সেই পরব্রহ্মের পূজা করিবে। এই প্রকার নানাবিধ উপচার কল্পনা করিয়া মানস পূজা করিতে হয়।

ততো জপ্ত্বা মহামন্ত্রং মনসা সাধকোত্তমঃ।
সমর্প্য ব্রহ্মণে পশ্চাৎ বহিঃপূজাং সমাচরেৎ॥

তৎপরে সেই সাধকশ্রেষ্ঠ মহামন্ত্রের মানসিক জপ করতঃ পরব্রহ্মে সেই জপ সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ বাহ্য পূজা করিবে।

অথ সন্ধ্যাবিধিং বক্ষ্যে ব্রহ্মমন্ত্রস্য শাম্ভবি।
যাং কৃত্বা ব্রহ্মসম্পত্তিং লভন্তে ভুবি মানবাঃ॥
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ণ সায়াহ্ণে যথা দেশে যথাসনে॥

হে শাম্ভবি! ইহার পরে ব্রহ্মমন্ত্রের সন্ধ্যা বিধি বলিতেছি, এই সন্ধ্যা করিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য সকল ব্রহ্মসম্পত্তি লাভ করিতে পারে। যে দেশে ও যে আসনেই হউক প্রাতঃ মধ্যাহ্ণ ও সায়ং এই ত্রিকালে সন্ধ্যা করিবে ইত্যাদি।

এই প্রকার মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে জাতকর্ম্ম ও বিবাহাদি সকল কর্ম্মেরই বিধান ও তাহার আবশ্যকতা দেখা যায়। এখন সুমতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বচন দেখাইয়া অভিনব ব্রাহ্মগণকে শাস্ত্রসম্মত প্রকৃত ব্রাহ্ম প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহার লক্ষ্য ব্রাহ্মেরা সেই তন্ত্রের অনুযায়ি হইয়া উপাসনা করেন কি না? আমরা

তাঁহার বাক্যেই নির্ভর করিতেছি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সহিত নব্য তন্ত্রের কতদূর ঐকমত্য আছে, তাহা তিনিই ধর্ম্মতঃ বলুন।

সাকার উপাসনার কাল্পনিকত্ব প্রতিপাদন করণার্থ সুমতি মহাশয় অনেক প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং আপন মতের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ জন্য কতকগুলিন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আহরণ করিয়া গ্রন্থবাহুল্য করিয়াছেন, পরন্তু গ্রন্থের প্রামাণ্যার্থ কোন কোন স্থানে এমন অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন যে "আমি সকল শাস্ত্রের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম" সুমতি মহাশয় ইহাতে শাস্ত্রের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি দেখাইয়াছেন, কিন্তু সাকার উপাসনাকে কাল্পনিক বলিলে যে শাস্ত্রের অবমাননা হয় সে পক্ষে কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টিপাত করেন নাই। আপন মতের পোষণার্থ ও গ্রন্থের প্রামাণ্যার্থ সময়ে সময়ে যে শাস্ত্রের স্মরণাপন্ন হইতে ও দোহাই দিতে হইয়াছে, স্থানান্তরে আবার সে শাস্ত্রেরই অবমাননা! ইহা কি মনুষ্যের স্বাভাবিকী অবস্থার পরিচয়।

এইক্ষণে সাকারোপাসনার সমূলকত্ব প্রতিপাদন [করি। ঈশ্বর সাকার না হইলেই সাকারোপাসনা কাল্পনিক হইতে পারে। কিন্তু বেদ, স্মৃতি পুরাণ ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেই সাকার ব্রহ্মের বর্ণন আছে, এস্থলে তাহার কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

ভগবতীগীতায় গিরিরাজের প্রতি শ্রীদুর্গার উক্তি।

সর্ব্বাকারাহহমেবৈকা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা।
মদংশেন পরিচ্ছিন্নদেহাঃ স্বর্গৌকসাং পিতঃ॥

হে পিতঃ ! সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহা একা আমিই সর্ব্বাকারা, (অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি যত মূর্ত্তি দর্শন কর, সে সকল আমারই মূর্ত্তি) এবং দেবতাদিগের দেহ আমার অংশেই পরিচ্ছন্ন হইয়াছে।

তলবকারোপনিষৎ—

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহহপ্রাদুর্ব্বভূব।

তন্নব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি।১৫

দেবতাদিগের মিথ্যাভিমান দুরীকরণ নিমিত্ত ব্রহ্ম কোন আশ্চর্য্য রূপের দ্বারা তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গোচরে আবিভূ'ত হইলেন। দেবতারা জানিতে পারিলেন না যে—এই যে বরণীয় রূপ, ইনি কে ?

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্

যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্রঃ তেহ্যেনং নেদিষ্ঠং পস্পাশু'ঃ

তেহ্যেনং প্রথমো-বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি। ২৭

তলবকারোপনিষৎ।

অগ্নি বায়ু এবং ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকটস্থ হইয়াছিলেন এবং পরস্পর ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন সেই নিমিত্ত তাঁহারা অন্য-দেবতা অপেক্ষা প্রধান।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোহতিতরামিবান্যান্ দেবান্ সহ্যেনং

নেদিষ্ঠং পস্পাশু'ঃ সহ্যেনং প্রথমো-বিদাঞ্চকার

ব্রহ্মেতি। ২৮

তলবকারোপনিষৎ।

ইন্দ্র ব্রহ্মের অধিকতর নিকটস্থ হইয়াছিলেন সেই নিমিত্ত তিনি অগ্নি বায়ু অপেক্ষা প্রধান হয়েন—ইত্যাদি

এই প্রকার সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বরের সাকার অবস্থার বর্ণন আছে, গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তৎ সমস্তের উল্লেখে নিরস্ত রহিলাম। বস্তুতঃ সাকার উপাসনা যেমন মনুষ্যের বিশ্বাসস্থাপনী ও চিত্তস্থৈর্য্যকারিণী সুতরাং আশু ফলদায়িনী, নিরাকার উপাসনা তাদৃশী নহে। যেহেতু প্রত্যক্ষ বস্তুতে চিত্ত যেমন আকৃষ্ট হয়, অপ্রত্যক্ষ বস্তুতে তেমন হইতে পারেনা। "প্রহ্লাদোমুক্তঃ" এ কথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, সেই প্রহ্লাদ সাকার নারায়ণের উপাসনা করিতেন, ভগবান্ নারায়ণ স্ফটিকস্তম্ভ হইতে নৃসিংহরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুর নিপাত করেন, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রমাণ শত শত রহিয়াছে। সর্ব্ব বিদ্যা ও রামপ্রসাদ সেনের সিদ্ধ হওয়ার কথা সকলেই অবগত আছেন, তাঁহারাও সাকারোপাসক ছিলেন। এই প্রকার সাকার উপাসনার শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণ অনেকই আছে। নিতান্ত অনভিজ্ঞ বা ধর্ম্মদ্বেষী লোক ভিন্ন সাকার উপাসনার অনাবশ্যকতা কেহ স্বীকার করে না। নিরাকারের উপাসনা যেমন শাস্ত্রসিদ্ধ, সাকার উপাসনাও তেমনই শাস্ত্রসিদ্ধ; শাস্ত্র মান্য করিতে হইলে সকলই মান্য করিতে হয়!

প্রতিবাদি মহাশয় ৮ম অধ্যায়ে মহাভারত হইতে কতক গুলিন বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"ন সাম-ঋগ্‌যজু-র্ব্বর্ণাঃ ক্রিয়া নাসীচ্চ মানবী।

সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলং। ৯
তদা হি সমকর্ম্মাণো—বর্ণধর্ম্মানবাপ্নুবন্।
এক—দেবসমাযুক্তা এক মন্ত্র—বিধি—ক্রিয়াঃ! ১০
পৃথগ্ধর্ম্মাস্ত্বেকবেদা ধর্ম্মমেকমনুব্রতাঃ।
আত্মযোগ-সমাযুক্তো ধর্ম্মোয়ং কৃতলক্ষণঃ। ১১
কৃতে যুগে চতুষ্পাদ—শ্চাতুর্ব্বর্ণস্য শাশ্বতঃ।
ন পাপং ন চ বিদ্বেষো—ন বা হিংসা পরস্পরং। ১২

অতীব পূর্ব্বকালে সামবেদোক্ত মন্ত্র সকল ছিলনা, এবং যজুর্ব্বেদও ছিল না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি বর্ণেরও প্রভেদ ছিল না, মানব সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপও ছিলনা, সমুদায়ের সমান ধর্ম্ম আশ্রয় ছিল এবং তুল্য আচার ছিল ও সমুদায়েরই কেবল সমান জ্ঞান ছিল, অর্থাৎ সমুদায়েরই ব্রহ্ম জ্ঞান ছিল। সেই কালে সমকর্ম্মকারী মানব সকলে এক বর্ণ-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেন। এক পরম ব্রহ্ম দেবের উপাসনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলেন, একমাত্র বিধানদ্বারাই ক্রিয়া হইত। পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীরাও এক বেদ অবলম্বন করিতেন এবং ক্রমশঃ এক ধর্ম্মেই অনুরক্ত থাকিতেন।

পরমাত্মবিষয়ক যোগযুক্ত ধর্ম্মই সত্য যুগের ধর্ম্মের লক্ষণ। সত্য যুগে চতুষ্পাদ পরিপূর্ণ ধর্ম্ম চারি বর্ণেই নিত্য ছিল, পাপ ছিল না; এবং পরস্পর হিংসা দ্বেষাদিও ছিলনা। ৯। ১০। ১১। ১২।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং।১৩।

কামভোগপ্রিয়া-স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা-স্তে দ্বিজাঃ ক্ষেত্রতাং গতাঃ।১৪
গোভ্যো-বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ।১৫
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা-স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।১৬
মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মঃ।

এই ব্রহ্মময় জগতে বর্ণের কোন বিশেষ নাই, ব্রহ্ম হইতে পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম্মদ্বারা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কামভোগপ্রিয়, উগ্র স্বভাব, ক্রোধী, প্রিয়সাহস, রজোগুণ বিশিষ্ট রক্তাঙ্গ দ্বিজ সকল স্বধর্ম্ম ত্যাগ প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পীতাঙ্গ, রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত যে সকল দ্বিজ, গাভী এবং কৃষি হইতে উপজীবিকা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন নাই, তাঁহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হিংসক, মিথ্যাবাদী, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী অশুদ্ধ যে সকল তমোগুণ বিশিষ্ট মানব তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন।১৩।১৪।১৫।১৬”

সুমতি মহাশয় এই সকল বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া অর্থ করিতে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালে সাম-বেদোক্ত মন্ত্র সকল ছিল না এবং যজুর্ব্বেদও ছিল না এতদ্দ্বারা সুমতি মহাশয়ের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে মনুষ্যসৃষ্টির পরে, সামবেদোক্ত মন্ত্র ও যজুঃ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু এ দেশে পূর্ব্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধ এই যে, বেদ

অনাদি, অনন্ত, অপৌরুষেয়, বেদপূর্ব্বক এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ; তৎ প্রমাণং যথা—

ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি, মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥
পরাশর সংহিতা।

বেদের কর্ত্তা কেহই নাই, ব্রহ্মা বেদ স্মরণ করেন, সেই রূপ প্রতি সৃষ্টির প্রারম্ভে মনু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া থাকেন !

সর্ব্বেষান্তু স্বনামানি, কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য-এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥
মনুঃ।

সেই হিরণ্যগর্ভ প্রথমে বেদের শব্দ হইতে সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম ও কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন ; ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে বেদপূর্ব্বক এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ শারীরিক সূত্রে "বেদপূর্ব্বিকৈব জগতঃ সৃষ্টিঃ" এই কথা নানাপ্রকারে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অতি পূর্ব্বকালে সামবেদোক্ত মন্ত্র সকল ছিলনা এবং যজুর্ব্বেদ ছিলনা একথা নিতান্ত অসঙ্গত।

সুমতি মহাশয় প্রথমে লেখেন "মানবসম্বন্ধে কোন ক্রিয়াকলাপ ছিলনা" তৎপরে লেখেন এক পরমব্রহ্ম দেবের উপাসনায় সকলে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন এবং এক মন্ত্র বিধানদ্বারাই ক্রিয়া হইত। বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত গুলিন নলিনীদল গত জলপ্রায় অস্থির, যেহেতু যদি মানবসম্বন্ধে ক্রিয়াকলাপ ছিলনা তবে একমন্ত্র বিধান দ্বারা

কোন্ ক্রিয়া হইত এবং ক্রিয়ার অসদ্ভাবে মন্ত্র বিধানেরই বা কি প্রয়োজন ছিল, আর পূর্ব্বে যদি সামবেদোক্ত মন্ত্র ছিল না তবে বেদের আবশ্যক কি এবং কোন্ মন্ত্রবিধান-দ্বারা ক্রিয়া হইত ?

"সমুদায়ের সমান ধর্ম্ম ও তুল্য আচরণ ও তুল্য জ্ঞান ছিল" ইহা বলিয়া পরক্ষণেই লিখিয়াছেন "পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা ও এক বেদ অবলম্বন করিত" এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি পূর্ব্ব-কালে যদি সকলের সমান ধর্ম্ম সমান আচার ও সমান জ্ঞান ছিল তবে পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। এবং সকলের যদি তুল্য আচার তুল্য জ্ঞান ও তুল্য ধর্ম্ম ছিল, তবে কর্ম্মগত জাতিভেদ কি প্রকারে হইল ? দ্বাদশ শ্লো-কের অর্থ লিখিয়াছেন "সত্যযুগে চতুষ্পাদ পরিপূর্ণ ধর্ম্ম চারি বর্ণেই নিত্য ছিল" এস্থলে জিজ্ঞাসা করি পূর্ব্বে যখন উক্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণভেদ ছিল না, তখন ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে যে, চতু-ষ্পাদ পরিপূর্ণ ধর্ম্ম চারিবর্ণেই নিত্য ছিল। বর্ণভেদ না থা-কিলে চারি বর্ণ কিপ্রকারে সম্ভব হয় ?

পূর্ব্বকালে বর্ণভেদ ছিলনা—এই পূর্ব্বকাল কোন্ পূর্ব্বকাল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না ; পৃথিবীতে মনুষ্য সৃষ্টির সমকালেই পৃথক্ পৃথক্ জাতিবিশিষ্ট মনুষ্যের সৃষ্টি হই-য়াছে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাপনার্থ আমরা সৃষ্টি প্রক-রণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যদাহ মনুঃ—

আসীদিদন্তমোভূত-মপ্রজ্ঞাত-মলক্ষণং।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়-প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥১ অং ॥৫শ্লোং

এই জগৎ তমোরূপ, অথচ সূক্ষ্মরূপেলীন হইয়া চিহ্ন মাত্র রহিত, সুতরাং প্রত্যক্ষের অগোচর, অনুমানের অগম্য ও তর্কের অযোগ্য এবং শব্দের দ্বারাও অজ্ঞেয় নিদ্রিতের ন্যায় স্বীয় কার্য্যে অক্ষম ছিল।৫

ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তোব্যঞ্জয়ন্নিদং।

মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসাত্তমোনুদঃ ॥৬

তদনন্তর অর্থাৎ প্রলয়ের পরে সেই ভগবান্ স্বেচ্ছাধীন শরীরপরিগ্রহ করেন ও বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর এবং সৃষ্টি করণে অখণ্ড শক্তি আর প্রকৃতির প্রেরক হয়েন। তিনি প্রকৃতিতে অবস্থিত এই আকাশাদি মহাভূত এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতিকে প্রথমতঃ সূক্ষ্মরূপে পরে স্থূলরূপে প্রকাশ করতঃ প্রকাশ পান।৬

যোসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।

সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥৭

সূক্ষ্মদর্শীদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণগ্রাহ্য বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর ও অবয়বরহিত এবং নিত্য ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা সুতরাং অচিন্তনীয় যে পরমাত্মা তিনিই স্বয়ং মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যরূপে প্রকাশিত হইলেন ॥৭

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।

আপ-এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥৮

সেই পরমেশ্বর অব্যাকৃত স্বায় শরীর হইতে নানাবিধ

প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন ও সেই জলে শক্তিরূপ বীজের আরোপ করিলেন ॥৮

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভং।

তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥৯

সেই বীজ হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সূর্য্যের ন্যায় প্রভান্বিত এক অণ্ড উৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডের মধ্যে পরমাত্মা আপনি সর্ব্বলোকপিতামহ নামক হিরণ্যগর্ভরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥৯

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরং।

স্বয়মেবাত্মনোধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা ॥১২

সেই ভগবান্ ব্রহ্মা আত্ম পরিমাণের এক বৎসরকাল পূর্ব্বোক্ত অণ্ডে অবস্থানান্তে অণ্ড দ্বিখণ্ড হউক এই আত্ম-গত চিন্তামাত্র দ্বারা সেই অণ্ডকে দ্বিভাগ করিলেন ।১২

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।

মধ্যে ব্যোমদিশশ্চাষ্টাবপাংস্থানঞ্চ শাশ্বতং ॥১৩

সেই দুই খণ্ডদ্বারা স্বর্গ ও ভূলোক অর্থাৎ ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ এবং অধঃখণ্ডে ভূলোক, আর উভয়ের মধ্যভাগে আকাশ অষ্টদিক্ ও স্থিরতর জলস্থান অর্থাৎ সমুদ্র নির্ম্মাণ করিলেন ॥১৩

সর্ব্বেষান্তু স্বনামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।

বেদশব্দেভ্য-এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ॥২১

সেই হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির প্রথমে বেদের পদ হইতেই অবগত হইয়া সকলের নাম (অর্থাৎ গোজাতির গোনাম অশ্ব-

জাতির অশ্ব নাম) এবং কর্ম্ম ও ব্যবসায় (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের স্বাধ্যয়নাদি, ক্ষত্রিয়ের প্রজা-রক্ষণাদি পূর্ব্বকল্পে যাহার যে ন.ম প্রভৃতি ছিল) তদ্রূপ নিরূপণ করিলেন ॥২১

কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।

সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনং।২২

সেই প্রভু ব্রহ্মা প্রাণী যে ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহারা কর্ম্ম স্বরূপ হয়েন, তাঁ.হাদিগকে, এবং অজ্ঞানী প্রস্তরাদিময় এবং দেবগণ ও সূক্ষ্ম সাধ্যগণ আর (অন্যকল্পেতেও ইহার অনুষ্ঠ.নছিল; এ প্রযুক্ত) নিত্য যে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ তাহাকেও সৃষ্টি করিলেন ॥২২

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।

দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋগ্‌যজুঃ সামলক্ষণং।২৩

পূর্ব্বকল্পস্থ, বেদ সমস্তও ব্রহ্মার স্মৃতিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত সেই ঋক্, যজুঃ, সাম নামক তিন সনাতন বেদকে অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য্য হইতে দুগ্ধাকর্ষণের ন্যায় প্রকাশ করিলেন। ইহাতেই বেদের নিত্যতা সম্পাদন হইল।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরু পাদতঃ।

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।৩১

ভূ প্রভৃতি লোক সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি মুখ, বাহু, ঊরু, এবং চরণ হইতে ক্রমে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে নির্ম্মাণ করিলেন ॥৩১

সর্ব্বস্যাস্য তু স্বর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ॥ ৮০

সেই মহাপ্রভাব ব্রহ্মা সমুদায় সৃষ্টির রক্ষার জন্য আপন মুখ, বাহু, ঊরু এবং চরণ হইতে জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিলেন॥ ৮৭

পূর্ব্বে জাতিভেদ ছিল না পরে জাতিভেদ হইয়াছে এ কথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত। জন্মমাত্রই জাতিপ্রাপ্ত হয়। বিশেষ জাতি শব্দের অর্থও তাহার প্রতিপাদন করে। পশু-কুলে জন্ম ধারণ করিলে পশুজাতি হয়। মনুষ্যকুলে জন্ম ধারণ করিলে মনুষ্য জাতি হয়। এই মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট কুলে জন্মিয়াছে তাহারা উৎকৃষ্ট জাতি। ঈদৃশী জাতির রক্ষা ও ধ্বংস মনুষ্যের চেষ্টার অধীন। যেমন পরমেশ্বর সমুদায় মনুষ্যকেই আয়ু, বল, বীর্য্য ও হস্তপদাদি বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু এই আয়ু, বল, বীর্য্য প্রভৃতির উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করা কিম্বা তাহার একতরের ধ্বংসকরা মনুষ্যের স্বকর্ম্মের অধীন, জাতিরও সেই প্রকার, ব্রাহ্মণ সন্তানেরা জন্মমাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন; ইহার শাস্ত্রও আছে যথা—

জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারাদ্দ্বিজউচ্যতে।

ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ হয়, ইহাদিগের পুন-র্ব্বার জন্মস্বরূপ উপনয়ন সংস্কার হইয়াথাকে অতএব ইহারা দ্বিজশব্দবাচ্য।

ব্রাহ্মণসন্তান যদি এথাবিহিত জাত্যুচিত আচার-ব্যবহারে

নিযুক্ত থাকেন তবে তাঁহার জাতির রক্ষা হয়, তিনি যদি যজ্ঞ সূত্র পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণ করেন তবে তাঁহার জাতির ধ্বংস হইয়া থাকে, এই প্রকারে গৃৎসমদের বংশীয়েরা চাতুর্ব্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বিশ্বামিত্র ঋষি বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, যে পর্য্যন্ত বর প্রাপ্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। দেবতা প্রভৃতির বর ও অভিসম্পাতদ্বারা জাতির উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা হইতে পারে, যেহেতু দেবতা ও সিদ্ধ-বাক্যও বেদ-বাক্যবৎ অমোঘ। জাতিভেদ জন্মগত নহে কর্ম্ম গত একথা স্বীকার করিতে হইলে মনুতে যে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্করের নিরূপণ হইয়াছে তাহা কোনমতে সম্ভব হইতে পারে না।

সুমতি মহাশয় মহাভারতীয় শ্লোকগুলির যে অর্থ করেন, তাহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক ইহা উপরোক্ত প্রমাণ ও যুক্তি প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হইল, অতএব ভারতীয় বচনের অর্থান্তর করণের আবশ্যক, নচেৎ মনুবাক্যের বিপরীত ভারতীয় বচন অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে,* বোধ হয়, নিম্ন নির্দ্দিষ্ট রূপে সুপথে অর্থ গ্রহণ করিলেই বিশুদ্ধ যুক্তি ও মন্বাদিমতের সহিত ভারতীয় শ্লোকের সমন্বয় হইতে পারে। তদ্‌যথা—

* "মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে"। যখন মনুবাক্যের বিপরীত স্মৃতিও অগ্রাহ্য, তখন তদ্বিপরীত পুরাণ যে অপ্রামাণ্য তাহাতে সন্দেহ কি?।

পূর্ব্বে অর্থাৎ বেদবিভাগের পূর্ব্বে সৃষ্টি উৎপত্তির প্রথমাবস্থাতে সামবেদী, ঋগ্‌বেদী, যজুর্ব্বেদী, পৃথক রূপে ছিল না, সুতরাং মনুষ্যের ক্রিয়া সামবেদীয়া, ঋগ্‌বেদীয়া, ও যজুর্ব্বেদীয়া ইত্যাদি ক্রমে বিভক্তা ছিল না। সকল বেদে এবং সকল ক্রিয়াতে সকলের সমান অধিকার ছিল, পৃথগ্ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও বেদের অবিভক্তত্ব হেতুক এক বেদাশ্রয় হইয়া সত্যযুগীয় আত্মযোগসমাযুক্ত ধর্ম্মবশ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম বিষয়ে একতাই ছিল। সত্য যুগে চারি বর্ণেরই চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, পাপ ও দ্বেষ হিংসাদি ছিল না। যদি পৃথগ্ধর্ম্মাক্রান্ত মানব থাকিল, তবে এক ধর্ম্মের অনুগত কি প্রকার হইতে পারে? ফলে সত্য যুগে হিংসা-দ্বেষ-পাপাদি রহিতত্ব হেতুক তদ্বিপরীত নানাবিধ ক্রিয়ার অপ্রয়োজনবিধায় নানা ক্রিয়াতে মানব সকল বিরত ছিল।

এই জগৎ সকলই ব্রহ্মময়, এ স্থলে ব্রহ্মশব্দে উপাস্যকেই বুঝিতে হইবে। "কোন জাতি ছিল না, পরে কর্ম্মদ্বারা জাতিভেদ হইয়াছে" ইহা ভ্রমমুলক, পূর্ব্বে জাতি ছিল না, তবে কর্ম্মদ্বারা জাতি কি প্রকারে হইতে পারে? সৃষ্ট্যুৎপত্তি সময়ে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হেতুক চারি বর্ণ ছিল। ইহার মধ্যে যে ব্রাহ্মণ কুক্রিয়ান্বিত তিনিই কর্ম্মাধীন অন্যজাতি ভুক্ত হইতেন, এতাবতা পূর্ব্বে ভিন্ন২ জাতি থাকার বিরোধ কিছুতেই মন্যমান হইতে পারে না।

শূদ্রাদিকে কাশ্যপগোত্র ও ভারদ্বাজগোত্র দর্শন করিয়া সু-

মতি মহাশয় অনুমান করিয়াছেন ইহারা কশ্যপ ও ভরদ্বাজ প্রভৃতির বংশজাত। চমৎকার অনুমান !!

কশ্যপের দিতি অদিতি, কদ্রু, বিনতা, দনু প্রভৃতি কয়েকটী বনিতা ছিলেন, তাঁহাদের গর্ব্ভে ক্রমে দে-বতা, দৈত্য, সর্প, পক্ষী ও দানবের সৃষ্টি হইয়াছে, ফলতঃ শূদ্রাদি যে কশ্যপসন্তান এমন কোন শাস্ত্রপ্রমাণ নাই, বোধ করি সুমতি মহাশয়ও তাহা দর্শাইতে পারিবেন না। যে যে গোত্রীয় সে তদ্বংশজাত যদি ইহা স্বীকার করা যায় তবে ধন্বন্তরি, বশিষ্ঠ, শক্তি, মদ্গাল্য ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি যে কতক-গুলিন গোত্র আছে তত্তদ্গোত্রীয়দিগকেও তত্তদ্বংশজাত বলিতে হয়, কিন্তু ঐ সকল মুনি হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে এমত কোন প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি যে মুনির সন্তান, কি যজমান, দাস বা পরিচর্য্যাকারক ছিল, সেই ব্যক্তি সেই মুনির গোত্রভাক্ হইয়াছে। তত্র প্রমাণং আশ্বলায়ন সূত্রং—

যজমানস্যার্ষেয়ান্ প্রব্রণীতে ইত্যুক্ত্বা পৌরোহি-ত্যান্ রাজন্য বিশাং প্রব্রণীতে ইত্যাশ্বলায়নঃ।

যজমানের গোত্র প্রবর গ্রহণ করিব্বেক ইহা উক্ত করিয়া ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সকল পুরোহিতের গোত্র প্রবর গ্রহণ করিবে বিশাং এই বহুবচন হেতুক শূদ্র সকলও উক্ত প্রকারে গোত্রভাগী হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গোত্র সম্পাদনের অন্য কোন কারণ নাই।

সুমতি মহাশয় বরাহ ও আদিত্যপুরাণ এবং মনু হইতে

কয়েকটি বচন আহরণ করিয়া লিখিয়াছেন, “ সৎ ক্রিয়াবান্ তিন বর্ণেই পরস্পর পাক ও ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে” “ যে যাহার কৃষি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, স্ব কুলের যে মিত্র, যে যাহার গোপ, যে যাহার দাস, যে যাহার ক্ষেত্রের কর্ম্মকারক, যে যাহার সেবাপরায়ণ, ঐ সকল ব্যক্তির সহিত সেই সেই ব্রাহ্মণগণের ভোজ্যান্নতা হইতে পারে। ” সুমতি মহাশয়ের এই সকল আহৃত প্রমাণ তাঁহার স্বমতের প্রতিকূল ভিন্ন অনুকূল হইতেছে না। যেহেতু পূর্ব্বকালে জাতিভেদ ছিল না এ কথা সপ্রমাণ করিবার জন্যই অষ্টমাধ্যায় নিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না।

“ ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেব বা।”

পূর্ব্বে তিন বর্ণেই পরস্পর পাকভোজন ছিল, এতদ্দারা কি ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বকালে সকলে একবর্ণ-ছিল ? সকলে এক বর্ণ থাকিলে, ত্রিষু বর্ণেষু, এই লেখা সঙ্গত হয় না, এবং শুশ্রূষাকারক শূদ্রের পাকও ভোজন করিবে। এ কথাও সঙ্গত হয় না। যেহেতু পূর্ব্বে সকলে এক জাতি থাকিলে শূদ্র-ব্রাহ্মণরূপ বর্ণভেদ অসম্ভব হয়।

বিশেষতঃ “শুশ্রূষাকারক শূদ্রের পাকও ভোজন করিবে” এতদ্দারা কি ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে—যে শূদ্র শুশ্রূষা না করে তাহার পাক ভোজন করিবে না ? সুমতি মহাশয়ের এই সকল আহৃত প্রমাণদ্বারাই জানা যায়, পূর্ব্বে বর্ণভেদ ছিল।

যাহাহউক, পূর্ব্বে যে ত্রিবর্ণেই পাকভোজন ছিল তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু কলি কালে সেই সকল ব্যবহার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তৎ প্রমাণং যথা—

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি-র্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহঞ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়ি-দ্বিজাগ্রাণাং ধর্ম্মযুদ্ধে নিহিংসনং।
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো-বিধিচোদিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষ-মঘসংকোচনং তথা।
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতি দূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষ্ট-শূদ্রস্য পক্কতাদি ক্রিয়াপি চ।
ভৃগ্বগ্নিমরণঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণস্তথা।

* * * * (ইত্যাদীন্যভিধায়)

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।

(হেমাদ্রি-পরাশরভাষ্যয়োরাদিত্যপুরাণং)

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলুধারণ, দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ, অসবর্ণে বিবাহ, ধর্ম্মযুদ্ধে

আততায়ি*ব্রাহ্মণের হিংসা, বিধিবোধিত বানপ্রস্থাশ্রম প্রবেশ, চরিত্র ও অধ্যয়ন-অপেক্ষাকৃত অশৌচসঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত, পাপিব্যক্তির সহিত সংসর্গ দোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক এবং ঔরস পুত্র ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্রস্বীকার, শূদ্রের মধ্যে দাস, গোপাল ও কুলের মিত্র এবং নিজের কৃষিকর্ম্ম কারী ইহাদিগের সহিত ভোজ্যান্নতা, গৃহস্থ ব্যক্তির অতি দূরে তীর্থসেবা, ব্রাহ্মণাদির শূদ্রপাক ক্রিয়া অর্থাৎ শূদ্রপক্ব ভোজন এবং অতি উচ্চ হইতে অগ্নিতে পতনানন্তর প্রাণত্যাগ, ইত্যাদি কতকগুলি নিষিদ্ধ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলা হইয়াছে ; মহাত্ম পণ্ডিতেরা কলির আদিতে লোকরক্ষার্থ এই সকল কর্ম্মের নিবারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ কলিতে এই সকল কর্ম্ম করিবে না।

স্থমতি মহাশয় জন্মগত জাতিভেদ স্বীকার করেন না অথচ ৫১ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ ত্রিধা ব্রাহ্মণকারণং।

ব্রহ্মোপাসনা, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মযোনি এই তিনের অন্যতম কারণ দ্বারা নরগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। যদি ব্রহ্মযোনি ব্রাহ্মণত্ব লাভের কারণ হয়, তবে জাতিভেদ জন্মগত নহে,

---

* অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥

গৃহে অগ্নিদায়ক, বিষদায়ক, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারক, ভূম্যপহারক, স্ত্রীঅপহারক, এই ছয় ব্যক্তিকে আততায়ি কহে।

এ কথা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ? সুমতি মহাশয়ের এই প্রকার স্থানে স্থানে বিরুদ্ধ উক্তি দ্বারা আমাদিগের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। ইনি কি সত্যই জাতিভেদ স্বীকার করেন না ? না অন্ধকে বর্ত্ম দর্শন করাইতেছেন ? ।

তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ ত্রিধা ব্রাহ্মণকারণং।

এই স্থলে তপঃ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'ব্রহ্মোপাসনা' কেবল স্বমতপোষণার্থই তাঁহার এত প্রয়াস। বস্তুতঃ তপঃ শব্দের অর্থ তপস্যা মাত্র। কেবল তপস্যা ব্রাহ্মণত্বের কারণ এ কথা বলা যায়না। তপস্যা কেবল অভীষ্টসিদ্ধিরই কারণ। এই পৃথিবীর মধ্যে ভগীরথ প্রভৃতি অনেকেই তপস্যা করিয়াছেন, কেবল তপস্যা ব্রাহ্মণত্বের কারণ হইলে তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইতেন।

কেবল বেদাধ্যয়নও ব্রাহ্মণত্বের কারণ হয় না। যেহেতু ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও বেদাধ্যয়নের অধিকার আছে, তাঁহারাও বেদাধ্যয়ন করিতেন, যথা—জনক ভীষ্ম প্রভৃতি। বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণত্বের কারণ হইলে তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইতেন। বস্তুতঃ তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ এই বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সুমতি মহাশয়ের অলসতা প্রকাশ পাইয়াছে।

অবুদ্ধশাস্ত্রঃ প্রবদেদ্ধি শাস্ত্রং অবুদ্ধপক্কোঽবচরেদ্ধি শস্ত্রং।
অসম্যয়িত্বা পিদধাতি বস্ত্রং ন কোপি হাস্যাস্পদতামুপৈতি॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্র না জানিয়া শাস্ত্রপ্রবাদ করে; যে ব্যক্তি ব্রণের পক্কতা অপক্কতা না জানিয়া শস্ত্রের অবচারণ করে; যে ব্যক্তি অসম্যক্ রূপে অর্থাৎ কাছা না দিয়া বা সম্বরণাদি না করিয়া বস্ত্র পরিধান করে; ঈদৃশ কোন্ ব্যক্তি অবিরত হাস্যাস্পদতা প্রাপ্ত না হয়?

সুমতি মহাশয় নবম অধ্যায়ে তন্ত্রশাস্ত্র সকলকে মোহার্থক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই। স্বমত পোষণার্থ তন্ত্রশাস্ত্রের বচন প্রমাণ আহরণ করিয়া গ্রন্থের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট করিতে ক্রুটি করেন নাই। অথচ স্বমতের বৈপরীত্য হইলেই তন্ত্রের অবমাননা করিয়া তাহাকে মোহনার্থক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি সকল তন্ত্র মোহনার্থক হয় তবে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের প্রমাণ দর্শাইয়া স্বমত সপ্রমাণ করিতে কি প্রকারে যত্ন করিলেন?

প্রত্যক্ষ বিষয়ের অপহ্নব করা জ্ঞানবানের লক্ষণ নহে। অধিক দিন হয় নাই, সর্ব্ববিদ্যা, সিদ্ধি বিদ্যা প্রভৃতি মহাপুরুষেরা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অদ্যাপিও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের ফল প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, যে মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রের বচন লিখিয়া সুমতি মহাশয় গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়াছেন, সেই মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রই কলিতে আগমোক্ত বিধানের প্রশংসা করিয়াছেন। সত্য-

বটে কাপালাদি কতকগুলিন তন্ত্রের মোহনার্থ প্রবাদ আছে। কিন্তু এই নিমিত্ত সামান্যতঃ তন্ত্রশাস্ত্রকে মোহনার্থক বলা উচিত হয় না।

এই অধ্যায়ে “ ক্রিয়য়া জাতিভেদঃ স্যাদিত্যাদি, ৫৩ শ্লোকের এবং জন্মনঃ পতনং ন স্যাৎ। ইত্যাদি ৫৪ শ্লোকের রচনা করিয়া জাতিভেদের উপর বিরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন— “ যদি জন্মগতমাত্র জাতি ভেদ বল, তবে ক্রিয়াহীন হইলে তজ্জাতি হইতে পতিত হয় কি প্রকার ? জনন হইতে কখনও পতন সম্ভবে না। সংপ্রতি দেশাচারের লঙ্ঘনদ্বারা জাতি হইতে পতিত হয়, সেই হেতুক পূর্ব্বোক্ত ধূর্ত্তগণ দেশাচারপরাঙ্মুখ সদাশয় জনগণদ্বারা তৎ সংশোধনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াথাকেন।”

কি আশ্চর্য্য, সুমতি মহাশয়ের জাতির উপরে এত রাগ। মনুষ্য রাগের বশবর্ত্তী হইলে একেবারে জ্ঞানান্ধ হয়। জন্মগত জাতি হইলে বিক্রিয়াবশত বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইতে কি বাধা আছে ? না কোন শাস্ত্রে নিবারিত হইয়াছে ? হরিদ্রা স্বভাবতঃ জন্মগত পীতবর্ণ, তাহাতে শ্বেতবর্ণ চুর্ণ সংযুক্ত হইলে তাহার স্বভাবসিদ্ধ পীততার লোপ হইয়া যেমন লোহিতরূপ বর্ণান্তরের উৎপত্তি হইতে পারে ; তেমন জন্মগত ব্রাহ্মণাদি জাতিও বিক্রিয়াধীন বর্ণান্তরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অজ্ঞান বালকেরা ঐহিক সুখলালসায় কুক্রিয়ার বশবর্ত্তি হইয়া স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাত্যন্তরিত হয়। হিতেচ্ছু ধার্ম্মি-

কেরা তৎ সংশোধনার্থ শাস্ত্র ও দেশাচারের অনুগত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া স্বভাবস্থ করিতে যত্ন করেন, এই নিমিত্ত সুমতি মহাশয় তাঁহাদিগকে ধূর্ত্ত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। পাঠকগণ এই ক্ষণে বুঝিতে পারিলেন-কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা ধূর্ত্ত? যদি বুঝিতে ক্লেশ হয় তবে আমরা বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া দেই—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পিতৃব্য প্রভৃতি জন্মদাতা বা জন্মদাতানির্ব্বিশেষ গুরুজনেরা;—যাঁহাদিগের অন্নে ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়া ও বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আজ কাল বড় সভ্য হইয়া বসিয়াছে-তাঁহারা। ইহাঁরাই জাতিভ্রষ্ট হইতে দেন না, ইহাঁরাই প্রায়শ্চিত্ত করান্ ইহাঁরাই ধূর্ত্ত। এখন বুঝিলেন ত ধূর্ত্তের আদিমূল?

সুমতি মহাশয় দেশাচারপরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণকে সদাশয় বলিয়া নির্দ্দেশ করত দেশাচারের উপরে অত্যন্ত বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। দেশাচারের বিষয়ে যে সকল অনুশাসন বাক্য আছে বোধ করি তৎপ্রতি নয়নপাতও করেন নাই। তথা হি রাজমার্ত্তণ্ডে—

দেশাচারস্তাবদাদৌ নিযোজ্যো, দেশে দেশে যা স্থিতিঃ সৈব কার্য্যা। লোকদ্বিষ্টং পণ্ডিতানাচরন্তি, শাস্ত্রজ্ঞাতো লোকমার্গেণ যায়াৎ।

আদৌ সকল দেশাচারের নিয়োগ করিবে, যে দেশে যে আচার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই দেশে তাহাই করিবে। পণ্ডি-

তেরা লোকবিদ্বিষ্ট আচরণ করেন না, অতএবই শাস্ত্রজ্ঞেরা লোকাচার অনুসারে চলেন।

দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমুখ্যং স্বগোত্রধর্ম্মং ন হি সং ত্যজেচ্চ।
শুদ্ধিতত্ত্বোদ্ধৃত বচনং।

দেশাচার অনুসারে যে মুখ্য কুলধর্ম্ম এবং জাতীয় ধর্ম্ম তাহা ত্যাগ করিবে না।

সম্বর্ত্তসংহিতায়াং।—

যস্মিন্ দেশে য-আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
আম্নায়ৈরবিরুদ্ধশ্চেৎ স ধর্ম্মঃ পরমো-মতঃ।

যে দেশের যে আচার ক্রমাগত চলিতেছে, তাহা যদি বেদের অবিরুদ্ধ হয় তবে সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

ইনি এখানে আর একটী যুক্তির উত্থাপন করিয়াছেন। যথা।—"নৈসর্গিক কার্য্য সকল বীক্ষণ করিয়াও জাতিভেদ জন্মগত বোধ হয় না। এক পরব্রহ্ম আমাদের উৎপাদক তাঁহার সৃষ্ট্যাদি কোন বিষয়ে পক্ষপাত দেখা যায় না। বিশ্বকৃৎ মানবগণকে উৎপত্তি করিয়াই তাহাদের ক্রিয়াকলাপ কল্পনা করিয়াছিলেন। সেই ক্রিয়াদ্বারাই মানবগণ উত্তম মধ্যম অধম হইয়াছে, পরমেশ্বর আমাকে ব্রাহ্মণ ও অপরকে চণ্ডাল এরূপ পক্ষপাত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।" সত্যবটে, পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে পক্ষপাত নাই কিন্তু কি

হইলে পক্ষপাতিত্ব হয় এবং কি হইলে অপক্ষপাতিত্ব হয়, সুমতি মহাশয় তদ্বিষয়ের অনুধাবন করেন নাই।

জগদীশ্বর এই পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম, অধম এই ত্রিবিধ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তিনি উক্ত ত্রিবিধের সৃষ্টি না করিতেন অর্থাৎ পৃথিবীতে সকলই একবিধ, অর্থাৎ এক প্রকার সৃষ্ট হইত, তবে উত্তম, মধ্যম, অধম এরূপ কল্পনা করা যাইত না। উৎকৃষ্ট যাঁহার সৃষ্ট নিকৃষ্টও তাহারই সৃষ্ট। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের সৃষ্টি না করিয়া সকল সমান সৃষ্টি করিলে সৎকার্য্যের উৎসাহ ও প্রশংসা অসৎকার্য্যের অনুৎসাহ ও তিরস্কার কিছুই থাকিত না। অতি মহৎ হইতে ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, উচ্চ, নীচ, উষ্ণ, শীত, দ্রব, কঠিন, দীর্ঘ, খর্ব্ব, সুন্দর, কুৎসিত, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সকলই তাঁহার সৃষ্ট, ইহার কিছুই মনুষ্যকৃত বা কাল্পনিক নহে।

জগদীশ্বরের সৃষ্টির কৌশলই ঈদৃশ। তিনি সাধারণের হিতের নিমিত্ত ঈদৃশ কৌশলক্রমে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তিনি উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের সৃষ্টি না করিয়া সকল সৃষ্টি সমান করিতেন, তবে মানবেরা সৎকার্য্যদ্বারা উৎকৃষ্টতা ও অসৎকার্য্যদ্বারা নিকৃষ্টতা কি প্রকারে লাভ করিতে পারিত? পৃথিবীতে বিসদৃশ সৃষ্টিদ্বারাই অপক্ষপাতিতা প্রকাশ পাইতেছে। যদি তিনি বিসদৃশ সৃষ্টি না করিয়া সকল সমান করিতেন, তবে সদসৎ কার্য্যের তিরস্কার থাকিত না। সুতরাং পক্ষপাতিতা প্রকাশ পাইত।

সকল মনুষ্যকে সমবর্ণ স্বীকার না করিলে যদি তাঁহাতে

পক্ষপাতিতা দোষের আরোপ হয়, তবে সকল পশুকে বা সকল পক্ষীকে অথবা সকল মৎস্যকে সমান না দেখিয়া কি পক্ষপাতিতা দোষের আরোপ করা যায় না? মনুষ্যের মধ্যেও দেখ—স্ত্রী ও পুরুষ সমান নহে, ইহারা আকৃতি প্রকৃতি বল বীর্য্য ব্যবহার বুদ্ধি স্বভাব প্রভুত্ব প্রভৃতি নানাপ্রকারেই বিসদৃশ। কোন মনুষ্য সুন্দর, কোন মনুষ্য কুৎসিত, কোন মনুষ্য বলবান, কোন মনুষ্য দুর্ব্বল, কোন মনুষ্য নির্ধন, কোন মনুষ্য ধনবান্, কোন মনুষ্য সুস্বর, কোন মনুষ্য দুঃস্বর, কোন মনুষ্য বুদ্ধিমান্, কোন মনুষ্য নির্ব্বোধ, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ পাপী—মনুষ্যসমাজে এই প্রকার বৈষম্য দর্শন করিয়াও সৃষ্টিকর্ত্তার পক্ষপাতিতা স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ সৃষ্টির বৈষম্য পক্ষপাতিতার পরিচয় নহে, যদি সৃষ্টির বৈষম্য না হইয়া সাম্য থাকিত, তবেই পক্ষপাতিতা প্রকাশ পাইত। অর্থাৎ জগদীশ্বর উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এই উভয় বিধ সৃষ্টি না করিলে মনুষ্যেরা সৎকর্ম্মদ্বারা উৎকৃষ্ট ও অসৎকর্ম্ম দ্বারা নিকৃষ্ট হইতে পারিত না। যেহেতু ঈশ্বর যাহার সৃষ্টি করেন নাই সেই পদার্থের সত্তা স্বীকার করা যায় না, সুতরাং সদসৎ কার্য্যের প্রশংসা তিরস্কারের অভাব প্রযুক্ত পক্ষপাতিতাই লক্ষিত হইত। অপি চ—

নৈসর্গিক কার্য্যও মনুষ্যদিগকে পৃথক্ পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ইউরোপীয়ান্, চীনান্, আফ্রিকান্, ভারতবর্ষ বাসী ইহাদিগকে একত্র করিয়া পরীক্ষা করিলে, পরিচয়

জিজ্ঞাসা না করিয়াও দৃষ্টিমাত্র ইহাদিগের জাতিভেদ লক্ষিত হয়।

কোন কোন বহুদর্শী পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন, দেশভেদে মনুষ্যের আকৃতি, গঠন, বর্ণ এবং স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয় এবং ঐ লক্ষণ সকল দৃষ্টে তাহাদিগের জাতি ভেদ করায়। মনুষ্যমধ্যে এই লক্ষণভেদের কারণ অনেক পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাবধি তদ্বিষয়ের কোন মীমাংসা হয় নাই। অনেকে দেশ ও স্বভাবের অবস্থাকে মনুষ্যের এই শারীরিক ও মানসিক লক্ষণভেদের কারণ কহেন কিন্তু কেবল তাহাতেই যে এই স্বতন্ত্রতা বর্ত্তে ইহা সম্ভবে না। অতএব তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরাও অজ্ঞতা স্বীকার করেন। ব্লুমেন্‌বেক সাহেব মনুষ্যগণকে পঞ্চ প্রধান জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ের উদাহরণ মনুষ্যের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তে বিস্তারিত লিখিত আছে।

এস্থলে আর একটি উদাহরণেরও উল্লেখ করা যাইতেছে, ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি আরেঙ্গাবাদ নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে, এই প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের আদিম স্থান, ব্রাহ্মণজাতি ভিন্ন আর সকল মহারাষ্ট্রীয়েরাই খর্ব্বকায় ও কদাকার। তাহাদের মানসিক বৃত্তিও শরীরাপেক্ষা অধিক সুন্দর নহে। ব্রাহ্মণজাতি গৌরাঙ্গ ও পরম সুন্দর, অপর অপর জাতির কৃষ্ণ অথবা তাম্র বর্ণ এবং প্রায়ই দুর্ব্বলশরীর, তাহারা প্রায় সকলেই প্রতারক, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক,

ও পরস্বাপহারক। আকৃতি ও স্বভাবদ্বারাই তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ জাতি ও অন্যান্য জাতিকে জানাযায়। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে জু জাতি (ইহুদীয়েরা) যে অবস্থায় যে কোন স্থানে অবস্থিতি করিলেও তাহাদের জাতিভেদ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে। সাইবিরিয়ায় নানা জাতীয় মনুষ্য অবস্থিতি করে, তন্মধ্যে সামবেদ নামক এক জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহাদিগের স্ত্রীরা ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষে সন্তানবতী হয়, কিন্তু ত্রিংশদ্বর্ষের পর কাহারও সন্তান জন্মে না, ইহাদ্বারাই জানা যায় জাতিভেদ নৈসর্গিক।

৫৯ শ্লোকে নিবন্ধন করিয়াছেন,—"যদি এইক্ষণ জাতিভেদ জন্মগত হয়, তবে উন্নতি বিষয়ে কোন উপকার হইতে পারে না" কেন? জন্মগত জাতিভেদ স্থিরতর থাকিলে উন্নতির হানি কি? ক্রিয়াগত জাতিভেদ হইলেই বা বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা কি?—

এতদ্দেশে জন্মগত জাতিভেদ অদ্য বা কল্য প্রচলিত হয় নাই, যে সময়ে এ দেশের সমধিক উন্নতি ছিল, যে সময়ে সমুদায় ভূখণ্ড ঘোর মূর্খতা-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এ দেশে বিদ্যার সুনির্ম্মল আলোক কোনরূপেই নিষ্প্রভ ছিল না, যে সময়ে হিন্দুরা নানাবিধ দর্শন শাস্ত্রমতের উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন অদ্যাপিও ইউরোপীয়গণ তৎ সমুদায় লইয়া আন্দোলন করেন। যে সময়ে এই ভারতবর্ষেই রেখাগণিত শাস্ত্রের প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল এবং যাহার কোন কোন

অংশ কল্প কিম্বা পরশ্বমাত্র ইউরোপে প্রকাশ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রের নৈপুণ্য বিষয়ে ইউরোপের যাবদীয় বিদ্যার আদিম উদ্ভাবক গ্রীক জাতি যে সময়ে হিন্দুদিগের অপেক্ষা বিস্তর ন্যূন ছিলেন। হিন্দুদিগের জয়পতাকা যে সময়ে চীন, তাতার, তিব্বত ও যবন দেশপ্রভৃতি সমুদায় আবিষ্কৃত বিখ্যাত ভূভাগে উড্ডীন হইয়াছিল, ভারতবর্ষের সুমেরুশৃঙ্গ যেমন অত্যুচ্চ হিন্দুদিগের গৌরবও যে সময়ে তদ্রূপ সর্ব্বোচ্চ ছিল, সমুদায় ভূভাগ যে সময়ে ভারতবর্ষের নিকটে নিকৃষ্টতা স্বীকার করিযাছে, যাবতীয় মানব যে সময়ে ভারতবর্ষীয়গণের নাম শুনিলে নতশিরা হইতেন, যে সময়ে হিন্দুরা ভিন্ন দেশীয় যবন ম্লেচ্ছগণকে অতি নিকৃষ্ট জানিয়া ঘৃণা করিতেন, (অদ্যপর্য্যন্তও সেই নিয়ম অনুসারে হিন্দুরা যাহাদিগের সংসর্গ করিলে বা ছায়াস্পর্শ করিলে অশুচি জ্ঞান করেন) যে সময়ে এ দেশে বাণিজ্যের প্রবল প্রাদুর্ভাব ছিল, জাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে যে সময়ে হিন্দুদিগের অর্ণবতরি সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। যৎ কালীয় হিন্দুদিগের বলবীর্য্যের কথা শ্রবণ করিলে অলৌকিক বোধ হয়,-যে সময়ে হিন্দুস্থানে ধনরত্নের সামা ছিল না, (অদ্যাপি ভারতভূমি রত্নগর্ভা নামে বিখ্যাতা) সে সময়েও ভারতবর্ষে জন্মগত জাতিভেদ ছিল। মনু, মান্ধাতা, নল, ভগীরথ, শ্রীবৎস, সগর, রামচন্দ্র, জনক, ভরত, সুরথ, ইক্ষাকু, কুরু ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সময়েও জন্মগত জাতিভেদ ছিল, তবে কি প্রকারে বলা যাইতে পারে

—জন্মগত জাতিভেদ হইলে উন্নতি বিষয়ে উপকার হইতে পারে না।

ক্রিয়াগত জাতিভেদ স্বীকার করিলে সামাজিকী অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হইতে পারে, তাহার কোন বলবৎ কারণ দেখি না, বরং জন্মগত জাতিভেদ স্বীকার না করিয়া কেবল ক্রিয়াগত জাতিভেদ স্বীকার করিলে সমাজে মহানন্তরায় উপস্থিত হওয়ারই বিশেষ সম্ভব। আপামর সাধারণের উৎকৃষ্ট হইবার ইচ্ছা আছে। নীচ জাতীয় মানবেরাও কথঞ্চিৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া বলিতে পারে আমি উত্তম কর্ম্ম-করণ বশতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াছি। অতএব সে ব্রাহ্মণের সহিত আদান প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইতে পারে এবং তদ্ব্যাঘাত হইলে পরস্পর বিরোধ ঘটনার সম্ভব।

৬০ শ্লোকে লিখিয়াছেন "অনুলোমজ প্রতিলোমজ মানবগণ কি প্রকারে জনসমাজে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তাহাদের জন্মগত জাতি কোথায়।"

সত্যাদি যুগে অসবর্ণ বিবাহ ছিল, তাহাতে যে অনুলোমজ প্রতিলোমজ সন্তান জন্মিয়াছে তাহারা জন্মগত জাতিই প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদ্বারা ক্ষত্রিয়াতে যে সন্তান জন্মিয়াছে সে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতিই হইয়াছে, তাহা না হইয়া শূদ্র কিম্বা বৈশ্য হয় নাই। বর্ত্তমান কালে অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে সুতরাং এক্ষণে অনুলোমজ প্রতিলোমজ জাতি নিরূপিত হয় না, গোপনীয় ভাবে যে সকল অনুলোমজ প্রতিলোমজ জারজ সন্তান হয় তাহারা

যে কুলে অবস্থিতি করে সেই জাতিই প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারা কোন বিশেষ ক্রিয়াদ্বারা কোন বিশেষ জাতি পাইতেছে না, কোন জারজ সন্তানকে বাণিজ্যকার্য্য বা কৃষি কার্য্যদ্বারা বৈশ্য হইতে দেখা যায় না।

সুমতি মহাশয়ের পুস্তকের প্রথম অবধি নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা যেমন বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, দশম অধ্যায়ের আলোচনায় তেমনি হর্ষ লাভ করিলাম। পক্ষপাত শূন্য হইয়া লোকের দোষ গুণের কীর্ত্তন করাই সাধুব্যবহার, অতএব দশম অধ্যায়ের আলোচনা সময়ে আমরা জিগীষা বা বিদ্বেষ অথবা আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থকর্ত্তার প্রশংসা করিতে মূকবদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না।

দৃষ্ট্বৈতদ্বচনং সুমত্যনুমতং সর্ব্বৈর্মতং পণ্ডিতৈঃ,
ধর্ম্মানুস্থিতিকৃজ্জগৎ-স্থিতিকরং দেশস্য সংশোধনং।
চেতঃ ফুল্লতরং তনোতি সহসা প্রাগ্দর্শনৈঃ কুণ্ঠিতং,
তৎ কৈর্নাদ্রিয়তে ভবে যদি ভবেদ্ভব্যং ধরায়াস্তদা।

সুমতির অনুমত এবং সকল পণ্ডিতের সম্মত, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকর, জগতের স্থিতিকর, দেশের সংশোধনকর, এই সকল বচন দর্শন করিয়া যে চিত্ত প্রাগ্বিরচিত বিরুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান দর্শনে কুণ্ঠিত হইয়াছিল সেই চিত্ত সহসা প্রফুল্লতার বিস্তার করিতেছে। যাহাদ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল হয় এই সংসারে কে তাহার আদর না করে?

বিবুধ সুমতিনাম্না ধর্ম্মসংস্থাপনায়,
কৃতমিদমতি যত্নৈ-র্ব্বাক্যবৃন্দৈঃ প্রমাণৈঃ।
বচনরচনদৃষ্ট্যা-হং বিজানে যমান্নাং,
সকল বিবুধমধ্যে ধীর-ইত্যগ্রগণ্যঃ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত প্রমাণ বাক্যদ্বারা পণ্ডিত সুমতি মহাশয় এই যাহা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার সেই বচনাবলীর রচনাতে বোধ হইতেছে তিনি সকল পণ্ডিতমধ্যে ধীর ও অগ্রগণ্য বটেন।

কিন্তু।
বিধবাপুনরুদ্বাহঃ সাধুভির্ব্বারিতঃ কলৌ।
তস্যানুমতিদানেন পেষিতঞ্চাদ্রকং দদৌ॥

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং" ইত্যাদি বচনদ্বারা সাধুগণ কর্ত্তৃক কলিতে বিধবা বিবাহ নিবারিত হইয়াছে কিন্তু সুমতি মহাশয় তাহার অনুমতি বিধানাধীন একটুক আদা ছেঁচা দিয়াছেন। বোধ করি উক্ত প্রমাণ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। একাদশ অধ্যায়ে ১৭। ১৮ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"বেদান্তাদি প্রকাশিত যে লক্ষণ কহিয়াছ তাহা পূর্ব্বকালাবধিই মান্য মনীষাসম্পন্ন জনগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে আদরণীয় নহে। যদি বেদান্তাদিপ্রকাশিত লক্ষণ পূর্ব্ব কালাবধিই মান্য আছে এমন বল তবে সাবিত্রী উপাসনাদ্বারা বালক সকলে কি প্রকারে ব্রহ্মচিন্তা করে। গায়ত্রীর অর্থদ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনাই স্পষ্ট বোধ হয়।"

বেদান্তাদি প্রকাশিত লক্ষণ আদরণীয় নহে এ কথা বলিলে বেদাদি সকল শাস্ত্রের নিন্দা বা অপমান করা হয়; এতদ্বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য কি? বেদান্তাদি শাস্ত্র আদরণীয় কি না? এই গুরুতর বিষয়ের বিচার করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। শাস্ত্র সকল চিরপ্রসিদ্ধ ও হিন্দুসমাজের মান্য, ইহা স্থির বিশ্বাস করিয়া জাতিভেদ ও সাকার উপাসনা প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত কি না? তদ্বিষয়ের মীমাংসা করণার্থই এই পুস্তক লিখা যাইতেছে। কিন্তু আমরা এ কথা বলিতে পারি—শাস্ত্রের প্রতি যাহাদিগের বিশ্বাস ছিলনা, তাহারা এ দেশে "নাস্তিক" এই অপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহাহউক অদ্য পর্য্যন্তও এ দেশের ঈদৃশী অবস্থা আছে যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত স্থাপনের যত্ন ও হস্তদ্বারা চন্দ্র ধরিবার প্রয়াস উভয়ই তুল্য। কেবল মাত্র গায়ত্রী জপদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারে না। যেহেতু বেদাদি শাস্ত্রে বিধি আছে—অধিকারী ব্রাহ্মণগণ তিন ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত জনন মরণাদি সংসাররূপ অগ্নিসন্তপ্ত ব্যক্তি দীপ্তশিরা জনের জলরাশি আশ্রয়ের ন্যায় ফল পুষ্প হস্তে করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যদি সাবিত্রীমন্ত্র গ্রহণ করিলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয় তবে ঈদৃশ প্রয়াস স্বীকারের প্রয়োজন কি? অতএব সামান্যতঃ ত্রিসন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ কেবল দ্বিজত্ব সংসূচক মাত্র।

ব্রহ্মজ্ঞান তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া যে ২০ শ্লোক লিখিয়াছেন সেই তন্ত্রের বচন কেবল প্রশংসাপর। নচেৎ

ব্রহ্মজ্ঞান চিত্তে থাকিলেই যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে জনক ভীষ্ম যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যে সকল ক্ষত্রিয়াদির চিত্তে নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইয়াছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হয়েন নাই কেন ?

সুমতি মহাশয় বিধিবোধিত ক্রিয়ার অবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে তত্ত্বজ্ঞান অতি সুলভ; অতি সহজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই শিষ্যগণকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ ছলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোক অবধি ১৪ শ্লোক পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাইয়াছেন এবং উহা সপ্রমাণ করণার্থ গীতার অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্মোপাসনার প্রাধান্য প্রমাণার্থ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনেক প্রমাণ আহরণ করিয়া গ্রন্থবিস্তার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার এই সকল প্রমাণ কোন সম্প্রদায়েরই অমানিত নহে, তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করেন। নাস্তিকভিন্ন এমন কোন সম্প্রদায় নাই যে তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মোপাসনা ইচ্ছা করে না। এই পৃথিবীর মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম চলিত আছে সকল ধর্ম্মই পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিতেছে, কি হিন্দু কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টীয়ান, কি সাকার বাদী, কি নিরাকার বাদী, যিনি যে প্রকার উপাসনা করুন, সকলের উদ্দেশ্যই ব্রহ্ম। ঈশ্বর উদ্দেশে যে যে প্রকার উপাসনা করুক তাহারই সেই প্রকার সিদ্ধ হয়।

গীতাতেও উক্ত আছে—

যে যথাস্মাং প্রপদ্যন্তে, তাং-স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে, মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

হে অর্জ্জুন! আমাকে যে যে প্রকার ভজনা করে আমি সেই সেই প্রকারেই তাহাকে অনুগ্রহ করি। সকল মনুষ্যই আমার পথের অনুবর্ত্তী হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন ধর্ম্মই নাই যে ব্রহ্মকে অবলম্বন করে নাই। তবে বিশেষ এই যে, কেহ বা তাঁহাকে সাকার রূপে চিন্তা করে, কেহ বা নিরাকার রূপে চিন্তা করে, কেহ আল্লা কহে, কেহ গাড বলে, ফলতঃ এক ব্রহ্মই দেশভেদে কালভেদে পাত্রভেদে ভক্তি ও বিশ্বাস অনুসারে নানাপ্রকারে উপাস্য হইয়াছেন, তন্মধ্যে যাহারা বিষয়স্থান অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া কেবল তন্নিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞানী, পুণ্যশীল, ধন্য এবং যাঁহারা বিষয়াসক্ত তাঁহারা মুগ্ধ ও ভোগী। অতএবই সকল দেশীয় সকল সম্প্রদায়ের সকল শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন এবং মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করেন।

যে তত্ত্বজ্ঞানের উল্লেখ হইল তাহা সহজ নহে; কেবল বিদেশীয় ও বিজাতীয় ভাষাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না; কেবল বিধবা বিবাহ দিলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, অভক্ষ্য ভক্ষণেও তত্ত্বজ্ঞান হয় না, জাতিভেদ অনুচিত বলিলেও তত্ত্বজ্ঞান হয় না। বার-বিশেষে সমাজে যাইয়া চক্ষু মুদিত করিলেও তত্ত্বজ্ঞান হয় না। কেবল সাধুসঙ্গ,

উপদেশ, তপস্যা, যথাবিহিত শুদ্ধাচার ও ক্রিয়াদিদ্বারা পাপ শূন্য হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলেই লোকের বিষয়-বাসনা থাকে না।

গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥

যিনি কর্ম্মফলের আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া কর্ম্মসমুদায় করেন, তিনি, পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, সেই প্রকার পাপে লিপ্ত হন না।

তদ্‌বুদ্ধয়-স্তদাত্মান-স্তন্নিষ্ঠা-স্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞানাবধূতকল্মষাঃ ॥

যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মা সেই পরম ব্রহ্মে সমর্পিত, যাঁহাদের সেই ব্রহ্মেই নিষ্ঠা, এবং যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ, তাঁহারা জ্ঞানদ্বারা বিদূরিতপাপ হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো-যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

যাঁহাদের মন সমতায় স্থিত হইয়াছে তাঁহারা ইহলোকেই স্বর্গ জয় করিয়াছেন।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য, নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো-ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ (গীতা)

যিনি স্থিরবুদ্ধি, যিনি অমুগ্ধ, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত-চিত্ত, তিনি প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও হর্ষযুক্ত হন না এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হন না।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স মুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ (গীতা)

যে ব্যক্তি দেহ পতনের পূর্ব্বেই কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন তিনিই ব্রহ্মসমাহিত-চিত্ত ও সুখী।

একমেব যদা ব্রহ্ম সত্যমন্যদ্বিকল্পিতং।
কো-মোহঃ ক-স্তদা শোক-একত্বমনুপশ্যতঃ॥ [প্রং পং]

এক ব্রহ্মই সত্য, অন্য সকলই বিকল্পিত—যে ব্যক্তি এ প্রকার দর্শন করে, তাহার মোহই বা কি, শোকই বা কি? অর্থাৎ যিনি কেবল এক ব্রহ্মই সত্য জানেন, তাঁহার মোহ শোক থাকে না।

যাহারা হিংসা দ্বেষাদি পরিশূন্য হইতে পারে নাই, যাহাদিগের বিষয়বাসনা পরিত্যাগ হয় নাই, শমদমাদি যাহাদিগের অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী বলা যায় না।

'সত্যবটে—ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, সকল যজ্ঞের প্রধান, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অন্য কোন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার আবশ্যক নাই, কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়াসক্ত জনের অত্যন্ত অসম্ভব, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞাভিমানী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, যোগবাশিষ্ঠে উক্ত আছে—

সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতিবাদিনং।
কর্ম্ম-ব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥—

সাংসারিক সুখে আসক্ত থাকিয়া যে ব্যক্তি আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, ইহা বলে, সে ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মজ্ঞান এই

উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হয়, অতএব তাহাকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবে।

বস্তুতঃ সকল শাস্ত্রই ইহা বলিতেছে,—ইহ জন্মের ও জন্মান্তরীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, বিষয়বাসনাদি পরিশূন্য না হইলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। সেই জন্মান্তরীয় পাপমোচন ও বিষয়বাসনা ত্যাগ, ইহ জন্মের বা জন্মান্তরের ক্রিয়াকলাপাদি বহুবিধ তপস্যা না থাকিলে হয় না। নানাবিধ সৎক্রিয়া ও তপস্যা দ্বারা পাপমোচন ও বিষয়বাসনা ত্যাগ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদ্রেক হয়, অতএবই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধান সকল শাস্ত্রেই দেখা যায়। রামগীতাতে উক্ত হইয়াছে।—

আদৌ সবর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ। সমর্প্য তৎ পূর্ব্বমুপাত্ত সাধনঃ সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥

আদৌ (ব্রাহ্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে) ব্রাহ্মণাদি যে যে বর্ণের যে যে ক্রিয়া এবং গৃহস্থাদি যে আশ্রমের যে ক্রিয়া নিরূপিত আছে, সেই সকল ক্রিয়া করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইবে। পরে ঐ সকল ক্রিয়া ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ ক্রিয়াজন্য ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলাভার্থ প্রথমতঃ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

ক্রিয়াকরণ এবং তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবার প্রয়োজন জানাইতেছেন।—

ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা, প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিনঃ। ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং, পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ॥ (রামগীতা।)

সকাম জনের প্রিয় ও আশ্রয় যে পাপপুণ্য তাহারা উভয়েই শরীরের উৎপত্তিকারণীভূতা ক্রিয়ারূপে আদৃতা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রারব্ধ ক্রিয়ার ভোগ না হইলে ক্ষয় হয় না; সুতরাং ক্রিয়া থাকিলেই তাহার ফলভোগ–তদর্থক জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। শরীর গ্রহণ করিলেই পুনর্ব্বার ক্রিয়া করিতে হয়। তদ্ভোগার্থ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ এই প্রকার "ভব" "সংসার" অর্থাৎ স্বাদৃষ্টোপনিবন্ধ শরীরগ্রহণ, চক্রবৎ ভ্রাম্যমান হইতে থাকে।

প্রথমতঃ ক্রিয়ার আবশ্যকতা জানাইতেছেন; যথা—

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জ্জগৌ, তস্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা।
ননু স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী, বিদ্যা ন কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষ্যতে॥
রামগীতা।

কর্ম্মের অকরণে শ্রুতি দোষ বলিয়াছেন, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি আদৌ ক্রিয়া করিবে। ক্রিয়া করিতে করিতে ধ্রুবকার্য্যকারিণী বিদ্যার উৎপত্তি হইলে মন কিছুই অপেক্ষা করে না।

নাস্তি জ্ঞানং বিনা মুক্তি–র্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণং।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তি–র্ধর্ম্মো–যজ্ঞাদিকোমতঃ॥
ভগবতী গীতা।

জ্ঞানবিনা মুক্তি হয় না, সেই জ্ঞানের কারণ ভক্তি, ধর্ম্মহইতে ভক্তির উৎপত্তি হয়, যজ্ঞাদি ক্রিয়া ভক্তির মূলীভূতা।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথাস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥
(বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ)

ইহকালে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। ইহাতে পাপকর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয়।

জায়মানো–বৈ ব্রাহ্মণ–স্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে, ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো–যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্য-এব বা অনৃণো-যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারীবাসীদিতি শ্রুতেঃ।

বেদে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রেই তিন ঋণে ঋণবান্ হন। অতএব তিনি ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ঋষি হইতে, যজ্ঞদ্বারা দেবতা হইতে, পুত্রদ্বারা পিতৃলোক হইতে, অঋণী হইবেন। যিনি পুত্রবান্, যজ্বা ও ব্রহ্মচারী তিনি অঋণী।

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো–মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥ (স্মৃতিঃ)

পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় দূর করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষসেবা করে, সে অধঃপতিত হয়।

শৈবাদি উপাসকেরা উপাস্য দেবতার সহিত আত্মার অভিন্নতা জ্ঞান করিয়া স্বাভীষ্ট দেবতার ধ্যান করতঃ প্রথমে স্বীয় মস্তকে পুষ্প স্থাপন করেন, সুমতি মহাশয়ের মতে এটি অসঙ্গত কার্য্য। তিনি বলেন "উপাস্য উপাসকের ভেদবুদ্ধি থাকিলে উত্তম উপাসনা হয়" ইত্যাদি। ইনি প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন, "বেদান্ত ও মনু প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক বিলোকন করিয়া অতিশয় যত্নসহকারে আমি এই পুস্তক সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এই ধর্ম্ম সংগ্রহদ্বারা

জনসমূহের পূর্ব্বকালীয় মানব গণের নির্ম্মল জ্ঞানের ন্যায় যথার্থ জ্ঞানোদয় হইবে।"

এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি–উপাস্য উপাসকের ভেদ বুদ্ধি থাকিলে উত্তম উপাসনা হয়, এ কথা তিনি কোন্ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিলেন, এবং পূর্ব্বকালে কোন্ নির্ম্মল জ্ঞানী দ্বৈত বাদী ছিলেন? জীবব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানই হিন্দুদিগের সকল দর্শনের তাৎপর্য্য।

অন্যোসাবহমন্যোস্মী–ত্যুপাস্তে যদি দেবতাং।
ন স বেদনরো ব্রহ্ম স দেবানাং যথাপশুঃ॥

শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মচিন্তন।

সেই উপাস্য দেবতা অন্য, এবং আমি অন্য, এই প্রকার ভেদ জ্ঞান করিয়া যে ব্যক্তি দেবোপাসনা করে, সে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না এবং সে দেবসম্বন্ধে পশুসদৃশ অর্থাৎ বলির উপযুক্ত।

অহমেব পরং ব্রহ্ম ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্।
ইত্যেবং সমুপাসীত ব্রহ্মণো ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥

শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মচিন্তন।

আমিই পরং ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহি, এই প্রকার ব্রহ্মে স্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণেরা উপাসনা করিবে।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং, মানসানি ন তে বিভোঃ।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত-এবাসি সর্ব্বদা। ৫।
একো-দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরং। ৬।

একো-বিশুদ্ধবোধোহ-মিতি নিশ্চয় বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখীভব।৮(অষ্টাবক্রসংহিতা)

তুমি যে বিভু তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখদুঃখ-সংকল্পিত কর্ম্ম কিছুই নাই, তুমি কর্ত্তা নও, ভোক্তা নও, সর্ব্বদা মুক্ত।৫।

এক তুমিই সকলের দ্রষ্টা সর্ব্বদা মুক্তস্বভাব। তুমি আত্ম-ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদ্রষ্টা জ্ঞান কর এই তোমার বন্ধন। ৬

বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আমি এক "অদ্বিতীয়" এই নিশ্চয় বুদ্ধিদ্বারা অজ্ঞান-গহন দগ্ধ করিয়া শোকরহিত এবং সুখী হও।—এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা জানা যায়, জীব ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানই তত্ত্বসাধন।

যাবৎ জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান না হয়, তাবৎ মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে না। বেদের "তত্ত্বমসি" বাক্যও জীবব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন করাইতেছে। বেদান্তসারে উক্ত আছে—

এবমাচার্য্যেণাধ্যারোপাপবাদ পুরঃসরং তত্ত্বং পদার্থৌ শোধয়িত্বা বাক্যেনাখণ্ডার্থেহববোধিতেহধিকারিণোহহং নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্যস্বভাব পরমানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্মাস্মীত্য খণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি।

আচার্য্যকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অধ্যারোপ ও অপ-বাদ* ন্যায় কথন পূর্ব্বক " তৎ" ও "ত্বং" এই উভয় পদের

---

*বস্তুতে অবস্তুরূপ যে জ্ঞান অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পরূপ যে ভ্রমজ্ঞান তাহার নাম অধ্যারোপ। যেমন রজ্জুবিবর্ত্ত সর্পের অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, পশ্চাৎ ভ্রমনাশে সর্পজ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া কেবল রজ্জুজ্ঞান মাত্র থাকে, তদ্রূপ বস্তুবিবর্ত্ত

অর্থ শোধন করতঃ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যদ্বারা অখণ্ড চৈতন্য অবগত হইলে, আমি–নিত্য, শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য-স্বরূপ, পরমানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এইরূপ অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তি উদিত হয়।

ইত্থং সচ্চিৎ পরানন্দ আত্মযুক্ত্যা তথাবিধং,
পরং ব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিষ্যতে॥ (পঞ্চদশী)

এই পূর্ব্বোক্ত সমুদায় যুক্তিদ্বারা ত্বং পদবাচ্য জীবাত্মার নিত্যজ্ঞান আনন্দস্বরূপ সিদ্ধ হইল এবং তৎপদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মেরও নিত্যজ্ঞান আনন্দ স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধই আছে। সমুদায় বেদান্তে সেই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আত্মা ভেদেন সংচিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ।
সোহমিত্যস্তু সততং চিন্তনাৎ তন্ময়োভবেৎ॥
অহং দেবো-ন চান্যোহস্মি মুক্তোহমিতি ভাবয়েৎ।
রুদ্রস্য চিন্তনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুস্যাদ্বিষ্ণুচিন্তনাৎ।
দুর্গায়াশ্চিন্তনাদ্দুর্গা ভবত্যেব ন চান্যথা।
এবমভ্যাসমনস্ত অহন্যহনি পার্ব্বতি।
জরামরণদুঃখাদ্যৈ-র্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।
ধ্যানযোগপরস্যাস্য পূজ্যোনাস্তি কথঞ্চন।
বিনা ন্যাসৈর্ব্বিনা পূজাং বিনাজাপৈঃ পুরশ্চক্রিয়াং।

অবস্তুর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুতে অবস্তুরূপ অজ্ঞানাদি জড় প্রপঞ্চ যে ভ্রম তাহার নাশ হইলে পশ্চাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-মাত্রেরই অবস্থিতি হয়; ইহার নাম অপবাদ।

ধ্যানযোগাদ্ভবেৎ সিদ্ধো নান্যথা খলু পার্ব্বতি ।
এতত্তে কথিতং দেবি ব্রহ্মজ্ঞানমিদং মহৎ ।

গান্ধর্ব্ব তন্ত্র ।

মনুষ্য ইষ্টদেবতার সহিত আত্মার অভেদ চিন্তাদ্বারা তন্ময়ত্ব লাভ করে । সর্ব্বদা সোঽহং চিন্তা করিলে তন্ময় হয় । আমি দেবতা ভিন্ন অন্য নহি, আমি মুক্ত সর্ব্বদা এই চিন্তা করিবে । রুদ্রের চিন্তা করিলে রুদ্র হয়, বিষ্ণুর চিন্তা করিলে বিষ্ণু হয়, দুর্গার চিন্তা করিলে দুর্গা হয়, ইহার অন্যথা নাই । হে পার্ব্বতি ! যে ব্যক্তি অহরহ এই প্রকার অভ্যাস করে সে ব্যক্তি জরা মরণ দুঃখের সহিত যে ভববন্ধন তাহা হইতে মুক্ত হয় । এই প্রকার ধ্যানযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পূজা কিছুই নাই । ন্যাস পূজা পুরশ্চরণ বিনাও এই ধ্যানযোগ-দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে । হে দেবি ! তোমার নিকটে এই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান কথিত হইল ।

অহং ব্রহ্মাস্মি বিজ্ঞানা-দজ্ঞান-নিলয়ো-ভবেৎ ।
সোঽহমিতি চ সংচিন্ত্য সর্ব্বদা বিহরেৎ প্রিয়ে ॥

আমি ব্রহ্ম, এই বিশিষ্ট জ্ঞান হইলে অজ্ঞান নষ্ট হয় । অতএব সর্ব্বদা 'সোঽহং' চিন্তা করিয়া বিচরণ করিবে ।

অবিষ্ণুঃ পূজয়ন্ বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্‌ভবেৎ ।
বিষ্ণুর্ভূত্বা যজেদ্বিষ্ণুং অয়ং বিষ্ণুরহং স্থিতঃ ।

যোগবাশিষ্ঠ । ২১ অধ্যায় ১০ শ্লোক ।

বিষ্ণুভিন্ন হইয়া বিষ্ণুপূজা করিলে পূজার ফলভাগী হয় না, বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুর পূজা করিবেক; অতএব আমি বিষ্ণু রূপে স্থিত হইলাম, সাধকেরা এই প্রকার চিন্তা করিবেন ।

সাধকেরা ধ্যান পাঠ করিয়া প্রথমে আপনার মস্তকে পুষ্প দেন এবং আত্মাকে দেবতাস্বরূপ চিন্তা করেন ইহার কারণ এই যে, যাঁহার উপাসনা করেন তন্ময় হওয়াই সেই উপাসনার চরম ফল। আত্মাকে দেবতাস্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভেদ-জ্ঞান দূর হইয়া সোহহং জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের নামই ঐক্য-জ্ঞান, ঐক্যজ্ঞান হইলেই মুক্তি। যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের ভেদ-জ্ঞান থাকে সেই পর্য্যন্তই তাহারা অজ্ঞানতাপাশে বদ্ধ সুতরাং মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

সুমতি মহাশয় বলেন "জীবব্রহ্মের অভেদ ভাব চিন্তা করিলে বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বরে বিবিধ দোষারোপ করিতে হয়". ইহার উদাহরণ দর্শাইতে "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। চিরপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রের হিংসা করিতে ব্যগ্রতা—এমন গুরুতর রূপে ইহার চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে যে, সেখানে বিবেচনা আর কিছুমাত্র স্থান পাইতেছে না। জীবব্রহ্মে অভেদ চিন্তা করিলে ঈশ্বরে দোষারোপ করা হয়—"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি" ইত্যাদি প্রার্থনা কি প্রকারে তাহার উদাহরণ হইল? এই প্রার্থনাদ্বারা কি জীবব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে? জীবব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান হইলে লোকের যাদৃশ জ্ঞান হয়, তাহা তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

অহং দেবো ন চান্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোহস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

আমি দেবতা, তদ্ভিন্ন নহি, আমি ব্রহ্ম, আমি শোক ভোগ করি না, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্য মুক্তস্বভাব।

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি" ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইয়াছে, আমি ধর্ম্ম জানি কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্মও জানি তাহাতে নিবৃত্তি নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যাহার ধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্মেও নিবৃত্তি নাই; তাহার জীবব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান হইতেছে এ কথা কেমন বিবেচকে বলিতে পারেন ?

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি ইত্যাদি কথনদ্বারা পরমেশ্বরে দোষারোপ (অর্থাৎ পাপপুণ্যের প্রবর্ত্তক বলিয়া পক্ষপাতিতা) প্রকাশ পায় " সুমতি মহাশয়ের অসারগর্ভ ও অশ্রুতপূর্ব্ব এই কথা গুলি, নিতান্তই হাস্যজনক হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য, যদি কেহ ঈশ্বরের নিকট এ রূপ প্রার্থনা করে যে আমি ধর্ম্ম কি তাহা জানি, তথাপি তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, অধর্ম্ম কি তাহাও জানি তথাপি তাহাতে নিবৃত্তি হয় না, হে জগদীশ্বর ! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া যেমন নিযুক্ত কর আমি তাহাই করি। ইহাতে কি পরমেশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপিত হয় ?

তলবকারোপনিষদের প্রথমেই এই প্রশ্ন হইয়াছে ; যথা—

কেনোষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ। কেনোষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক-উ দেবো-যুনক্তি ॥

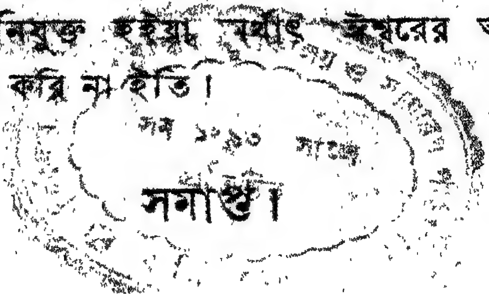
কাহার ইচ্ছাদ্বারা নিযুক্ত হইয়া মন স্ববিষয়ের প্রতি গমন করে। কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া প্রাণ স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করে, কাহার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বাক্য নিঃসরণ হয়,

আর, কোন্ দীপ্তিমান কর্ত্তা চক্ষুঃ-শ্রোত্রকে স্বীয় স্বীয় বিষয়ে নিযুক্ত করেন? ইহার উত্তরে কহিয়াছেন।—

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি" এবং যচ্ছোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং। ইত্যাদি উপনিষৎ।

যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না, যাঁহার দ্বারা লোক সকল চক্ষুর বিষয়কে দর্শন করে, যাহাকে শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করা যায় না, যাহাদ্বারা শ্রোত্র শ্রবণ করিতেছে ইত্যাদি। উপনিষদ এই প্রকারে ব্রহ্ম নিরূপণ এবং তাঁহার সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সুমতি মহাশয় কি ইহাতে ঈশ্বরকে পাপ পুণ্যের প্রবর্ত্তক আশঙ্কা করিয়া পক্ষপাতিত্ব দোষের আরোপণ করত উপনিষদের ভ্রম দর্শন করাইবেন।

বস্তুতঃ যদি কেহ এ রূপ প্রার্থনা করে যে, 'হে ঈশ্বর, তুমি আমার হৃদি স্থিত হইয়া যে প্রকার নিয়োগ কর' ইহাতে এই প্রার্থনার এমন তাৎপর্য্য হইতে পারে না যে, ঐ ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম্ম করিলেও তাহা ঈশ্বর করাইবেন; ইহার তাৎপর্য্য এই, ঈশ্বর হৃদিস্থিত হইয়া, অর্থাৎ সর্ব্বদা অন্তঃকরণে ঈশ্বর ভাব জাগ্রত থাকিয়া ঈশ্বর যে প্রকার নিয়োগ করেন তাহা করি, অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিপ্রেত সৎকার্য্য সকল করি, ঈশ্বরকে অন্তঃকরণের দূরবর্ত্তী রাখিয়া যেন কোন কার্য্য করি না এবং ঈশ্বরকর্তৃক অনিযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরের অনভিপ্রেত অসৎকার্য্য যেন করি না ইতি।



সমাপ্ত।